



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট

ইউপিজিপি অপারেশন ম্যানুয়েল

সংশোধিত সংস্করণ নভেম্বর, ২০১২

আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায়:



ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সরকার
© স্থানীয় সরকার বিভাগ
ঢাকা, নভেম্বর ২০১২

শব্দসংক্ষেপের তালিকা

এএফএস	অ্যানুয়াল ফিন্যানশিয়াল সিস্টেম (বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি)
বিবিজি	বেসিক ব্লক গ্র্যান্ট (মূল খোক বরাদ্দ)
বিজি	ব্লক গ্র্যান্ট (খোক বরাদ্দ)
বিডিটি	বাংলাদেশ টাকা (সেপ্টেম্বর ২০১১: ইউএসডি ১ = বিডিটি ৭৩.৫০)
সিবিও	কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশন (স্থানীয় এলাকাভিত্তিক সংস্থা)
সিআইপি	কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (স্থানীয় এলাকাভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা)
ডিডিএলজি	ডেপুটি ডিরেক্টর লোকাল গভর্নমেন্ট (উপপরিচালক স্থানীয় সরকার)
ইবিজি	এক্সটেন্ডেড ব্লক গ্র্যান্ট (বর্ধিত ব্লক বরাদ্দ)
ইপিবিজি	এক্সটেন্ডেড পারফরম্যান্স বেজড গ্র্যান্ট (বর্ধিত পারদর্শিতাভিত্তিক বরাদ্দ)
এফওয়াই	ফিন্যানশিয়াল ইয়ার (অর্থবছর)
জিওবি	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশ সরকার)
এলজিডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
এলজিএসপি	লোকাল গভর্নমেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রাম (স্থানীয় সরকার সহায়তা কর্মসূচি)
এলআইসি	লার্নিং অ্যান্ড ইনোভেশন কমপোনেন্ট (শিক্ষা ও উদ্ভাবনী অংশ)
এমসি	মিনিমাম কনডিশন (ন্যূনতম শর্ত)
এমডিজি	মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য)
এম অ্যান্ড ই	মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন
এনজিও	নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন (বেসরকারি সংস্থা)
এনপিডি	ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর
পিবিডিজি	পারফরম্যান্স বেজড ডেভেলপমেন্ট গ্র্যান্ট
পিবিজি	পারফরম্যান্স বেজড গ্র্যান্ট
পিএফএম	পাবলিক ফিন্যানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট
পিএম	পারফরম্যান্স মেজার
ইউএনসিডিএফ	ইউনাইটেড নেশনস ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড
ইউএনও	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ইউপি	ইউনিয়ন পরিষদ (সর্বনিম্ন স্থানীয় সরকার)
ইউপিজিপি	ইউনিয়ন পরিষদ গভর্নেন্স প্রজেক্ট
ইউপিজেড	উপজেলা
ইউজেডজিপি	উপজেলা গভর্নেন্স প্রজেক্ট
ইউজেডপি	উপজেলা পরিষদ
ডব্লিউডিসি	ওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি
ওএসআর	ওন সোর্স রেভিনিউ
ডিসি	ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)

মুখবন্ধ

ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি) সহযোগিতার একটি পরিমাপযোগ্য মডেল তৈরি করছে, যা ইউনিয়ন পরিষদগুলোর কার্যকারিতা আরও বাড়াবে। এখানে এ প্রকল্পটির বাস-বায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মপদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে যারা প্রকল্পটি নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করছেন তাদের জন্যই এটি লেখা। এ প্রকল্পের কার্যক্রম চালাতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর জন্য যেসব তথ্য প্রয়োজন হবে এখানে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং উপস্থাপিত ফর্মগুলোতে তা পাওয়া যাবে। প্রকল্প থেকে পাওয়া আর্থিক সহায়তা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যও ইউপিগুলো এখন থেকে পাওয়া যাবে।

সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত ইউপি অপারেশনাল ম্যানুয়েলে (ইউপিওএম) ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সাধারণ কার্যাবলি ও পদ্ধতি বিষয়ে মৌলিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর কাঠামো, অভ্যন্তরীণ সংগঠন, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, ক্রয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো মূলত এসেছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান থেকে। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার জন্য অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষা লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট ২ (এলজিএসপি-২) তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন দেশব্যাপী সব ইউনিয়ন পরিষদের কাজে তা অনুসরণ করা হচ্ছে। এলজিএসপি-২-এর কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অপারেশন ম্যানুয়েলে সংযুক্তি ১ হিসেবে আছে। এ ম্যানুয়েলে বর্ণিত সাধারণ বিষয়গুলো এখানে পুনরুল্লেখ করা হয়নি। তবে ইউপিজিপির সক্ষমতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউপিজিপি একটি উদ্ভাবনী পাইলট কর্মসূচি, যার লক্ষ্য স্থানীয় প্রশাসনকে শক্তিশালী করা। এটি দেশের ১০ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে কাজ করছে। এতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সহযোগিতা ও আর্থিক বরাদ্দকে যুক্ত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও গণজবাবদিহিতার মান ও সাম্য বৃদ্ধি করা হয়। এই লক্ষ্যকে জোরদার করা হয়েছে একগুচ্ছ সম্প্রসারিত মূল্যায়নী সূচক (Extended set of performance indicators) দিয়ে।

ইউপিজিপি বরাদ্দের (যার আরেক নাম সম্প্রসারিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ -ইপিবিজি) বরাদ্দ ও ব্যবহারের বিষয়টি সরকারের দেশব্যাপী বাস্তবায়িত বেসিক থোক বরাদ্দ (Basic Block Grant) কর্মসূচি এবং পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের সমান্তরালে বিন্যস্ত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইউপিজিপি অপারেশনাল ম্যানুয়েল ব্যবহার করতে হবে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ইউপি অপারেশন ম্যানুয়েল ও এলজিএসপি-২ অপারেশনাল ম্যানুয়েলে বর্ণিত তথ্যের অতিরিক্ত হিসেবে। তবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে যেখানে প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে ইউপি অপারেশন ম্যানুয়েল ও এলজিএসপি-২ অপারেশনাল ম্যানুয়েলের কিছু কিছু অংশ এখানে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে ইউপিজিপি ম্যানুয়েলের বিষয়বস' হচ্ছে সুনির্দিষ্ট ইউপিজিপি প্রকল্পসংক্রান্ত বিষয়। এর মধ্যে রয়েছে সম্প্রসারিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের (ইপিবিজি) খুঁটিনাটি বিষয় এবং ইউপির কার্যাবলি, পরিকল্পনা ও প্রতিবেদনের মতো বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে সম্পূরক তথ্য, যা বাংলাদেশ সরকার বা এলজিএসপি-২-এর মধ্যে সমন্বিত। উল্লেখ করা যেতে পারে, এ অপারেশন ম্যানুয়েল মূলত লেখা হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে ইউপি চেয়ারপারসন ও সচিবদের জন্য। এর লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ের ব্যবহারকারীদের কাছে এখনো প্রাসঙ্গিক থাকা বিষয়গুলো পরিষ্কার, সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা। এ ম্যানুয়েলটি ব্যবহারকারীবান্ধব হিসেবে তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে একটি 'জীবন্ত দলিল'-এর মতো এর পরিমার্জন হবে।

সূচিপত্র

১. ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রকল্প- ভূমিকা
 - ১.১ প্রেক্ষাপট
 - ১.২ ইউপিজিপির লক্ষ্য, হাতিয়ার ও যৌক্তিক ভিত্তি
 - ১.৩ এলজিএসপি-২-এর সঙ্গে যোগসূত্র
 - ১.৪ ইউপিজিপির উদ্ভাবনের চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ
 - ১.৫ ইউপিগুলোর ভৌগোলিক পরিধি
 - ১.৬ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা
২. ইউনিয়ন পরিষদের উন্নততর সুশাসনের জন্য সক্ষমতা গড়ে তোলা
 - ২.১ উদ্দেশ্য ও যৌক্তিক ভিত্তি
 - ২.২ ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে বাধ্যতামূলক কার্যক্রম ও সভা
 - ২.৩ বাধ্যতামূলক কার্যক্রম ও পারফরম্যান্স মূল্যায়ন
৩. বার্ষিক মূল্যায়ন ও পারফরম্যান্স বরাদ্দ
 - ৩.১ উদ্দেশ্য ও যৌক্তিক ভিত্তি
 - ৩.২ সূচক ও স্কোর
 - ৩.৩ পারফরম্যান্স মূল্যায়ন বাস্তবায়ন
 - ৩.৪ মূল্যায়নের ফলাফল ঘোষণা ও আপিলের সম্ভাবনা
 - ৩.৫ পারফরম্যান্স কমপ্লিমেন্টের যোগ্যতার শর্ত ও মোট অংকের হিসাব
 - ৩.৬ পারফরম্যান্স বরাদ্দ: ইউপির স্বৈচ্ছাধীন উন্নয়ন বরাদ্দের একটি অংশ
 - ৩.৭ পারফরম্যান্স বরাদ্দের প্রভাব যাচাই ও মূল্যায়ন
৪. পারফরম্যান্স বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট চক্র
 - ৪.১ পরিকল্পনা চক্র
 - ৪.২ ইউপিজিপির বিশদ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া
 - ৪.৩ বরাদ্দের জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম
 - ৪.৪ সমন্বিত উন্নয়ন বরাদ্দের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া
৫. নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ
 - ৫.১ ইউনিয়ন পরিষদ এবং রাজস্ব সংগ্রহ
 - ৫.২ নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের ধাপগুলো
 - ৫.৩ রাজস্বের ভিত্তি সম্প্রসারণ
 - ৫.৪ রাজস্বের সঠিক মূল্যায়ন
 - ৫.৫ প্রণালীবদ্ধভাবে রাজস্ব সংগ্রহ
 - ৫.৬ সময়মতো রাজস্ব সংগ্রহে উৎসাহদান
 - ৫.৭ খেলাপিদের কাছ থেকে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের উদ্যোগ
 - ৫.৮ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম
৬. বরাদ্দের আর্থিক ব্যবস্থাপনা
 - ৬.১ একটি মৌলিক খোক বরাদ্দ হিসাব
 - ৬.২ ইউপিতে তহবিল সরবরাহ
 - ৬.৩ নিরীক্ষা
 - ৬.৪ প্রতিবেদন পেশের বাধ্যবাধকতা

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: সম্প্রসারিত (৪১টি) পারফরম্যান্স সূচকের জন্য স্কোরকার্ড

১. ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রকল্প : ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অর্থাৎ এক শতাব্দীরও অনেক আগে থেকেই ইউপি বিদ্যমান। গত কয়েক দশকে ইউপিগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচি ও প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী অঙ্গ হিসেবে মূলত তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক উন্নয়ন, প্রকল্প ও উপকারভোগী নির্বাচন এবং অন্যান্য উপকরণগত সহায়তার কাজ করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদগুলো যৌক্তিকভাবেই স্থানীয় সরকার একক হিসেবে স্বীকৃত। তৃণমূল পর্যায়েই ভালোভাবে করা যায় এমন নির্দিষ্ট কিছু কার্য সম্পাদনের জন্য ইউপিকে ক্রমশই বেশি করে দায়িত্ব ও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ স্থানীয় সরকার উন্নয়ন প্রকল্পের (এসএলজিডিপি) অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কয়েক বছর ধরে সরকার ইউপিগুলোর কাছে সরাসরি আরও বেশি আর্থিক সম্পদ সরবরাহ করেছে। যেসব প্রকল্পের আওতায় এটি করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাল গভর্নমেন্টে সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি: সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়ন), এর পরীক্ষামূলক “Learning and Innovation” (এলজিএসপি-এলআইসি: অর্থায়নে ইউএনডিপি, ইউএনসিডিএফ, ডানিডা ও ইসি) এবং HYSAWA, Sharique ও REOPA-এর মতো আরও কয়েকটি প্রকল্প। সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ ও সম্পূরক থোক বরাদ্দের মতো তহবিলের মাধ্যমে ইউপিগুলোকে তাদের নিজেদের পরিকল্পিত প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইউপিগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ণ দায়দায়িত্ব নেয়। এর মধ্যে প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার বিষয়গুলোও ছিল। ওই প্রকল্পগুলো ইউপিগুলোকে ভবিষ্যতে বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তৈরি হতেও সহায়তা করেছে। একই সঙ্গে তা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও সেবার মান বৃদ্ধি করতে ভূমিকা রেখেছে।

গত কয়েক বছরে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ উভয়ের জন্যই নতুন আইন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ ও উপজেলা পরিষদ পুনঃপ্রবর্তন ও সংশোধন আইন, ২০০৯। এলজিএসপি-এলআইসির মতো কর্মসূচিগুলো নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাকে যাচাইয়ের মাধ্যমে নতুন আইন তৈরিতে অবদান রেখেছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে গড়ে তোলা কর্মকৌশলগুলো (যেমন ওয়ার্ড সভা, নারী উন্নয়ন কমিটি) আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশে পরিণত হয়েছে।

২০১১/১২- অর্থবছরের শেষে এলজিএসপি ও এলজিএসপি/এলআইসির প্রথম পর্যায় শেষ হয়। সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ ও (ইবিজি) সম্পূরক থোক বরাদ্দের (এসবিজি) আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের সাফল্য এবং এগুলো যে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া ও জবাবদিহির সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় আরও দুটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এগুলো হচ্ছে এলজিএসপি-২ এবং ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রোগ্রাম (ইউপিজিপি)। এসব কর্মসূচি ২০১১/১২ অর্থবছরে শুরু হয়েছে। এটি ইউপি আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নে সহায়তা করছে।

এই ম্যানুয়েলে ইউপিজিপি কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ইউপিজিপি হচ্ছে বৃহত্তর এলজিএসপি-২ কর্মসূচির মধ্যে একটি পাইলট কর্মসূচি। এলজিএসপি-২ ও অন্যান্য আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সংস্কার কার্যক্রমের জন্য তথ্য জোগানোই এ ম্যানুয়েলের লক্ষ্য।

টেক্সট বক্স ১.১: এলজিএসপি-২ এর সার্বিক লক্ষ্য
দ্বিতীয় স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্পের (এলজিএসপি-২) সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে দক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছভাবে কাজ করতে শক্তিশালী করে তোলা। এতে স্থানীয় বিষয় অগ্রাধিকার পাবে।

১.২ ইউপিজিপির লক্ষ্য, উপায় ও যৌক্তিক ভিত্তি

এলজিএসপি-১ ও এলজিএসপি/এলআইসি এ দুটোরই মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ইউপিগুলোকে স্বতন্ত্র তহবিল সরবরাহ করা। এর আওতায় ইউপিগুলোকে তহবিল দেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে তারা স্থানীয় চাহিদার নিরিখে প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং তারপর তা বাস্তবায়ন ও জবাবদিহির (আর্থিক জবাবদিহিসহ) পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারবে। স্বতন্ত্র খোক বরাদ্দ ইউপিগুলোকে কাজ করতে করতে শেখার সুযোগ দিয়েছে। এ ছাড়া তা নতুন ইউপি আইনে উল্লেখ করা ভূমিকাগুলো পালনে আরও সক্ষম হয়ে ওঠায় সহায়তা করেছে।

প্রথম পর্যায়ে এলজিএসপির কার্যক্রম ক্রমশ সম্প্রসারিত করে দেশের সব ইউপিতে নেওয়া হয়েছে। চলমান এলজিএসপি-২এর সময়কালে স্বতন্ত্র বরাদ্দের আওতাধীন কার্যক্রমের পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে ইউপিগুলো নানা ক্ষুদ্র অবকাঠামো ছাড়াও বিভিন্ন সেবার পরিকল্পনা ও অর্থায়নে সক্ষম হচ্ছে। ইউপিগুলোর হাতে থাকা স্বতন্ত্র বরাদ্দের আকারও বাড়ানো হয়েছে। নির্দিষ্ট ইউপির পারফরম্যান্সের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বাড়তি বরাদ্দ যোগ করে তা করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে এলজিএসপি/এলআইসির আওতায় ৬টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে চালানো ব্যবস্থা র ভিত্তিতে। এলজিএসপি-২এর আওতায় এই বাড়তি পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ এখন দেশের সব ইউপিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এলজিএসপি/এলআইসির আওতাভুক্ত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ও সাফল্য পাওয়া গেছে। এর প্রেক্ষাপটে ইউপিকে আরও শক্তিশালী করতে সাতটি পাইলট জেলায় ইউপিজিপিতে এ কৌশলটি পরিমার্জিত করা হচ্ছে। সক্ষমতা বৃদ্ধি সহায়তা ও সম্প্রসারিত কিছু সূচকের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বরাদ্দের মাধ্যমে তা করা হচ্ছে।

সুতরাং, ইউপিজিপির দুটো লক্ষ্য রয়েছে। একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

১. ইউপির যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ গভর্ন্যান্সের সঙ্গে জড়িত, তার উন্নতিতে উৎসাহ ও সহযোগিতা দেওয়া।

২. পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের ব্যবস্থা টিকে যাচাই করে আরও উন্নত করা।

ইউপির বার্ষিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উভয় লক্ষ্যই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এ মূল্যায়নে প্রথমত ইউপি গভর্ন্যান্সের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে নজর দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয়ত বাস্তবায়ন এবং/অথবা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের মাধ্যমে ইউপিগুলোর উন্নততর পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে চায়।

লক্ষ্য পূরণের জন্য ইউপিজিপির রয়েছে দুটি কৌশল বা মাধ্যম:

টেক্সট বক্স ১.২: ইউপিজিপির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) পূরণের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় উন্নয়ন এগিয়ে নিতে ইউপি ও অন্য স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বাড়ানো ইউপিজিপির সার্বিক লক্ষ্য। আর এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর গঠনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও জবাবদিহি বাড়াতে নতুন কৌশল প্রণয়ন ও তার মূল্যায়ন করা। এর আরেকটি লক্ষ্য হচ্ছে কার্যকর, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলকভাবে দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমুখী অবকাঠামো ও সেবা সরবরাহ করতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়ানো। ইউপিজিপির লক্ষ্য তিনটি মূল অর্জন। এগুলো হচ্ছে:

১. ইউনিয়ন পরিষদের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক গভর্ন্যান্স। নাগরিকদের অংশগ্রহণ, বর্ধিত জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে তা অর্জিত হবে।
২. ইউনিয়ন পরিষদের দরিদ্রমুখী ও এমডিজিমুখী পরিকল্পনা এবং সেবা সরবরাহ কার্যক্রমের অর্থায়নে নতুনত্বের প্রবর্তন।
৩. কার্যকর নীতি পর্যালোচনা, নজরদারি ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতীয় সক্ষমতা জোরদার করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে গভর্ন্যান্সের মানোন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার পতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১. ইউপির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স বৃদ্ধির জন্য একগুচ্ছ সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম। এর মধ্যে আছে নতুন নতুন পাইলট প্রকল্প। এগুলো থেকে অনেক কিছু শেখা যাবে।

২. পারফরম্যান্স বরাদ্দ। এতে বরাদ্দের কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। এটি বার্ষিক পারফরম্যান্স মূল্যায়নে সহায়তা করে।

১.৩ এলজিএসপি-২এর সঙ্গে সংযোগ

এলজিএসপি-২ হচ্ছে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যা দেশের সব ইউপিকে সহায়তা দেয়। অন্যদিকে ইউপিজিপি হচ্ছে একটি প্রকল্প। যা ইউপি আইনে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো কিছু নির্বাচিত ইউপিতে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করে। এ জন্য কাজে লাগানো হয় কিছু নতুন কৌশল। এ কৌশলের চালিকাশক্তি হচ্ছে পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ।

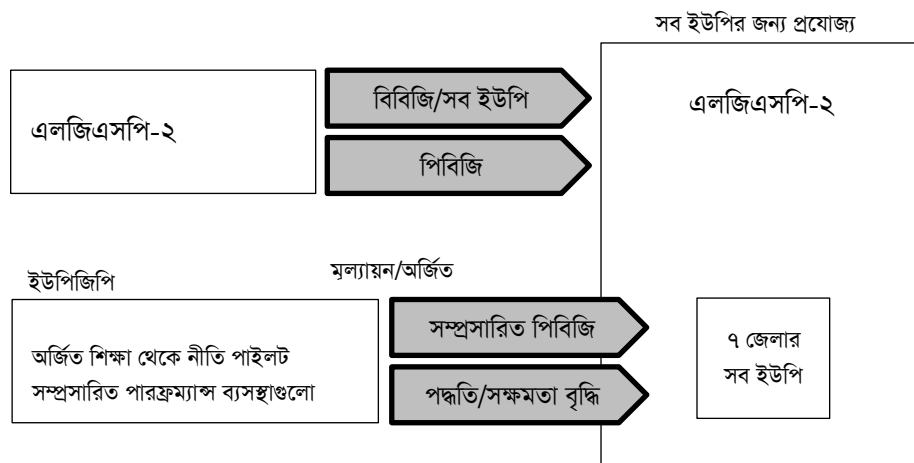
ইউপিজিপি দেশের ৭টি জেলায় ৫৬৪ টি ইউপিকে সহায়তা করে। দেশের অন্য সব ইউপির পাশাপাশি এ ইউপিগুলোও এলজিএসপি-২-এর অন্তর্ভুক্ত কিছু সূচকের ভিত্তিতে সরকারের বেসিক থোক বরাদ্দ ও পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ পাবে। ২৯টি অতিরিক্ত সূচকসহ ইউপির সার্বিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ইউপিজিপিতে রয়েছে একটি বাড়তি সম্প্রসারিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ।

এভাবে দেশের ইউনিয়ন পরিষদগুলো পারফরম্যান্স-সংক্রান্ত ১২টি মৌলিক সূচকের ভিত্তিতে সরকার/এলজিএসপি ২ থেকে কিছু পারফরম্যান্স ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) পেয়ে থাকে। ইউপিজিপি ৭টি জেলার ৫৬৪টি ইউপিকে সমন্বিতভাবে ১২টি মৌলিক ও ২৯টি অতিরিক্ত সূচকের ভিত্তিতে তাদের পারফরম্যান্সের বিবেচনায় বাড়তি আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। পিবিজি ও ইপিবিজি দুটোই ২০১২/১৩ অর্থবছরে শুরু হয়েছে।

বেসিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) ও পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের মধ্যে আসল পার্থক্য হচ্ছে, এগুলো দুইভাবে বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে ইউপিগুলোতে ওই বরাদ্দ ব্যয় করার পদ্ধতি একইরকম। পারফরম্যান্স বরাদ্দের আওতায় পাওয়া তহবিলের পরিকল্পনা ও হিসাব বেসিক থোক বরাদ্দের তহবিলের পরিকল্পনা ও হিসাব দুটোই একরকম। বিবিজি, পিবিজি ও ইউপিজিপি পারফরম্যান্স বরাদ্দ (ইপিবিজি) মিলেই গঠিত হয় ইউপিগুলোর জন্য স্বতন্ত্র উন্নয়ন বরাদ্দ।

আশা করা হচ্ছে, ইউপিজিপির পারফরম্যান্স বরাদ্দ ব্যবস্থা র (সূচকগুলোসহ) সংস্কার ও অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত শিক্ষাগুলো এলজিএসপি-২-এর মধ্যে যোগ করা হবে।

চিত্র ১.১ ইউপিজিপি, এর অংশগুলো ও এলজিএসপি-২-এর মধ্যে সম্পর্ক



দ্রষ্টব্য: বিবিজি, পিবিজি ও ইপিবিজি এ তিনটি তহবিলব্যবস্থা মিলেই ইউপি স্বতন্ত্র উন্নয়ন বরাদ্দ। ইউপি, এলজিএসপি-২ ও ইউপিজিপি অপারেশনাল ম্যানুয়েল অনুযায়ী এগুলোকে একইভাবে দেখা হয়।

১.৪ উদ্ভাবনের চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

ইউপিজিপি দুটো পরস্পরযুক্ত কৌশলের (পারফরম্যান্স বরাদ্দ ও সক্ষমতা তৈরি) মাধ্যমে সুশাসনের যে প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. গণতান্ত্রিক স্থানীয় গভর্ন্যান্স: এর লক্ষ্য হচ্ছে, ইউপি আইনে যেসব কাঠামো বা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে সেগুলো স্থাপন ও তা কার্যকর করা নিশ্চিত করা। যেমন স্থায়ী কমিটি ও ওয়ার্ড সভার মতো কাঠামো। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি শুধু চেয়ারপারসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা যাতে খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক হয়, সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণও নিশ্চিত করতে হয়। এজন্য ইউপি চেয়ারপারসন, সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষকেও তাদের অধিকার ও দায়িত্ব এবং ভূমিকা ও সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কে জানতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় যেসব সাধারণ মানুষ ইউপির কার্যক্রমে অংশ নিতে ইচ্ছুক, তাদেরকে এজন্য সক্ষমতা ও ক্ষমতা দিতে হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ এবং বঞ্চিতরা যেন ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়, সে জন্যও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট: ইউপির জন্য দরিদ্রবান্ধব ও সেবা সরবরাহমুখী (শুধু অবকাঠামো নয়) বিনিয়োগ পরিকল্পনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওপরের পরিকল্পনা মতো প্রস্তুত করা হলে এটিও সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়তা করবে।

এত দিন পর্যন্ত ইউপির পরিকল্পনা কার্যক্রম বলতে অনেক ক্ষেত্রেই বোঝাতো প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও বাছাইকে। অনেক ক্ষেত্রে যা হয় ওয়ার্ড পর্যায়ে। সাধারণত ইউপির পাওয়া তহবিল নিয়ে ইউপি পর্যায়ে পরিকল্পনা হয় না। তা হয় নয়টি ওয়ার্ডে (অনেক সময়) সমানভাবে ভাগ করে। ওয়ার্ড পর্যায়ের প্রকল্পের ভিত্তিতে। এর সমস্যা হচ্ছে বড় ইউপি পর্যায়ের প্রকল্পগুলো (আন্তঃওয়ার্ড পর্যায়ের) বিবেচিত হয় না। ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে সমতার নীতিও অনুসৃত হয় না। অথচ কোনো কোনো ওয়ার্ড বেশি অভাবী। তারা বেশি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে। প্রত্যেক বাজেট পরিকল্পনা ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি নিলে তা এলোমেলোভাবে হয়। এ কারণে তাতে দক্ষতারও অভাব হয়, আবার কার্যকরও হয় না।

ইউনিয়ন পরিষদ আইনের বলে গঠিত স্থায়ী কমিটি ইউপি পর্যায়ের পরিকল্পনা চালু করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পাঁচ বছরের একটি রোলিং পরিকল্পনা ও একটি বার্ষিক পরিকল্পনার কথাও বলা হয়েছে। ইউপি পর্যায়ের পরিকল্পনা কার্যক্রমে স্থায়ী কমিটিগুলো খাতওয়ারি পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে। ওয়ার্ড সভা একটি পরামর্শ মঞ্চ ও বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পরিকল্পনার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থায়ী কমিটি ইউপির জন্য একটি সুসংহত পরিকল্পনা তৈরি করবে। আর ইউনিয়ন পরিষদ আলোচনা করে চূড়ান্তভাবে পরিকল্পনা অনুমোদন করবে। ইউপির পরিকল্পনাটি তৈরি ও স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করার পর তা শুধু বিবিজি, পিবিজি বা ইপিবিজির মতো স্বৈচ্ছাধীন বরাদ্দের আওতাধীন কার্যক্রম বা বিনিয়োগকেই এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে না, কাজের বিনিময়ে খাদ্যের মতো অস্থায়ী কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত সম্পদ ব্যবস্থাপনায়ও সাহায্য করবে। ওই পরিকল্পনায় থাকতে পারে একটি 'দারিদ্র্য ম্যাপ' অথবা দরিদ্র নয়, দরিদ্র ও খুব দরিদ্র- এ তিন শ্রেণীতে স্থানীয় খানাগুলোর তালিকা। এ পরিকল্পনার বলে ইউপিগুলো তাদের জন্য সম্পদ বরাদ্দের বিষয়টি আরও ভালোভাবে পরিচালনার কৌশল বাতলে দিতে পারবে।

এ ছাড়া স্থায়ী কমিটিগুলো ইউপিগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের দেওয়া সেবার মধ্যে সমন্বয় করতে সহায়তা করবে। এটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় এনজিও ও সিবিওগুলোকে আরও পদ্ধতিগতভাবে যুক্ত হতে সহায়তা করবে। এতে পরিকল্পনা হবে আরও বেশি সমন্বিত।

৩. ইউপি আর্থিক ব্যবস্থাপনা: ইউপির মাধ্যমে ব্যয়িত আর্থিক সম্পদের পরিমাণ এখনো উপজেলা অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মারফত ইউপি পর্যায়ে বিতরণ করা সামাজিক নিরাপত্তা অর্থের তুলনায় কম। তার পরও এ অর্থ যেন সঠিকভাবে ব্যয় হয় তা নিশ্চিত করাটা জরুরি। ইউপি যদি তাদের আওতায় থাকা সীমিত অর্থের ভালো ব্যবস্থাপনা করতে পারে, তাহলে তারা আগামীতে আরও বেশি অর্থসম্পদ পাওয়ার দাবি করতে পারবে।

ইউপির কর্মীসংখ্যা সীমিত। এখানে একজন মাত্র সচিব আছেন। অদূর ভবিষ্যতে যোগ হবেন একজন কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাবরক্ষক। এ কারণে ইউনিয়ন পরিষদে খুব উন্নত মানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা চালু করা কঠিন। ইউপি পর্যায়ে লেনদেনও এখনো বেশ সীমিত। তবে যেহেতু কালক্রমে ইউপির আর্থিক লেনদেন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু তাদেরকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণের কিছু মৌলিক বিষয় মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সময়মত হিসাবরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংরক্ষণ, মাসিক ব্যাংক লেনদেন মেলানো, আয়-ব্যয় বাজেট পর্যালোচনার সুবিধার্থে লেজার খাতা রাখা ইত্যাদি। ইউপি জিপি এসব মৌলিক শর্ত মেনে চলায় উৎসাহ দেবে। একই সঙ্গে ৭টি নির্ধারিত জেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজেও সহায়তা দেবে। এ ছাড়া প্রকল্পটি এলজিডি, জেলা, উপজেলা ও ইউপিগুলোকে ইউপির আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এ জন্য হিসাবরক্ষণের প্রমিত চার্ট, অভিন্ন ধরনের লেজার ও বাজেট তৈরির পদ্ধতি চালু ও তা মেনে চলার ব্যবস্থা করা হবে।

৪. রাজস্ব আহরণ: ইউনিয়ন পরিষদগুলো (ইউপি) বর্তমানে উপজেলার সঙ্গে ভাগাভাগিসহ বিভিন্ন উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ করে থাকে। যদিও বিভিন্ন ইউপির রাজস্ব আহরণের সামর্থ্য বিভিন্ন রকম, তার পরও নিজস্ব উৎস থেকে আহরিত রাজস্বের (ওএসআর) প্রকৃত পরিমাণ সাধারণত খুব অল্প হয়ে থাকে। অনেক ইউপির ক্ষেত্রেই এই রাজস্ব স্বতন্ত্র বরাদ্দের মাধ্যমে পাওয়া তহবিলের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ওএসআরের পরিমাণ এত কম হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে ইউপি/স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের উৎস সীমিত। তবে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অঙ্গীকারের অভাবও এ জন্য দায়ী।

মালিকানা ও অংশীদারিত্বের চেতনা থেকে ইউপিগুলোর জন্য ওএসআর আহরণের হার বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যাওয়াটা জরুরি। পারফরম্যান্স সূচকের মাধ্যমে ইউপি জিপি ওএসআর আহরণে উৎসাহ দেবে। আর এ ক্ষেত্রে হোল্ডিং ট্যাক্স অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও দৃশ্যমান উৎস। ইউপি জিপি হোল্ডিং ট্যাক্স আহরণ পদ্ধতির উন্নয়নেও সহায়তা করবে।

৫. ইউপি কার্যক্রম ও বাজেট বাস্তবায়ন: ইউপি আইন ২০০৯ অনুযায়ী, ইউপিকে অনেক ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বাধ্যতামূলক এবং বাকিগুলো ঐচ্ছিক। বর্তমানে ইউপিগুলোর সব বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মতো সম্পদ বা লোকবল কোনোটাই নেই। আশা করা হচ্ছে, ইউপিগুলো কালক্রমে নিজেদের কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে অর্পিত সব কাজ করতে সক্ষম হবে এবং তাদের এ খাত থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী লোকবল দেওয়া হবে। এ ছাড়া আগেই বলা হয়েছে, স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমও এই খাতের কর্মীদের ইউপির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করতে পারে।

ইউপিগুলোকে সংশ্লিষ্ট আইনে নির্দেশিত সব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে হবে। পাশাপাশি কৌশল বা পরিকল্পনাগুলোকে অর্থপূর্ণ ও কার্যকর করতে ইউপিকেই পরিকল্পনা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আর তাই ইউপি জিপি পারফরম্যান্স সূচক ও বিশেষ সহায়তা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়ে মনোযোগ দেবে। এর মধ্যে থাকবে সম্পদ বরাদ্দের নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা ও তা কী পরিমাণ বাস্তবায়িত হয়েছে তার মূল্যায়ন করা। কাজের বিনিময়ে খাদ্যের মতো অন্য কর্মসূচিও এর মধ্যে থাকবে। চলতি অর্থবছরের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের নিয়মিত পর্যালোচনা পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটি প্রাথমিক ধাপ হতে পারে।

৬. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: স্থানীয় মানুষের ইউপির কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট হওয়া, পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া ও নজরদারিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উপায়। ইউপির বিভিন্ন কার্যক্রম ও সভা স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনা করা উচিত। ইউপির তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের ওপর এটি প্রভাব ফেলে। যেমন, ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সভার তারিখ নির্ধারিত দিনের বেশ আগে থেকে সবাইকে জানানো হয়। এমন স্থান ও সময়ে তা আয়োজন করা হয় যেন সাধারণ মানুষ সহজে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া আগ্রহীরা যেন পরিকল্পনা ও বাজেটের পাশাপাশি অগ্রগতি প্রতিবেদন, বিভিন্ন স্কিমের উপকারভোগীদের তালিকা, অডিট প্রতিবেদন ইত্যাদি চাইলে পেতে পারে। এর মধ্যে কিছু কিছু তথ্য ইউপির নোটিশ বোর্ডে স্টেটে দেওয়া যায়। অন্যান্য তথ্য ইউপি তথ্যকেন্দ্রে রাখা যায়। সেখানে সর্বসাধারণের জন্য ওপরের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রগুলোর অনুলিপিও রাখা যেতে পারে।

বার্ষিক 'উন্মুক্ত বাজেট সভায়' শুধু যে পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন করা হবে তা-ই নয়, এই সভাতেও মানুষের সুযোগ থাকবে পরামর্শ দেওয়ার। তার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। এ কার্যক্রমও হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

এর পাশাপাশি ইউপিজিপির প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে ইউপির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে সভা আয়োজন করা। সেখানে স্থানীয় রা বিভিন্ন বিষয়ে চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবের কাছে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন। ইউপিজিপি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা দেবে। এ ছাড়া কর্মকাণ্ডের সাফল্যের সূচক ও সম্পূর্ণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউপির কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করায় ভূমিকা রাখবে।

১.৫ ইউপির ভৌগোলিক পরিধি:

ইউপিজিপির আওতা (নিচের সারণি ১.১) সাতটি জেলার সব ইউপিতে। যে যোগ্যতার ভিত্তিতে এসব জেলা নির্বাচিত করা হয়েছে তা হলো:

- আঞ্চলিক ভারসাম্য, যার কারণে সাত বিভাগ থেকে একটি করে জেলা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়।
- এলজিএসপি/এলআইসি কর্মসূচির কিছু ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ছয়টি এলজিএসপি/এলআইসি জেলার মধ্যে দুটিকে (বরগুনা ও সিরাজগঞ্জ) নির্বাচিত করা হয়েছে। এগুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে 'দরিদ্র' জেলা হিসেবে।
- দরিদ্রদের প্রতি পক্ষপাত। একই সঙ্গে প্রকল্পের পাইলট দিকটি বিবেচনায় রাখা যে কারণে কিছু 'কম দরিদ্র' ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা জেলাকেও নির্বাচিত করা হয়েছে। পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ কীভাবে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায়, তা বিশ্লেষণ করার সুবিধার্থে এটি করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাতটি জেলার ৫৬৪টি ইউপির সব কটিকেই সক্ষমতা সৃষ্টিতে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের প্রক্রিয়াটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সবচেয়ে সফল ৭০% ইউপি (যার সংখ্যা ৪০০টির মতো) পরবর্তী বছরের জন্য সমপ্রসারিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ পায়।

সারণি ১.১ ইউপিজিপির টার্গেট জেলাগুলো। উপজেলা ও ইউপির সংখ্যাসহ

ক্রমিক	জেলা	বিভাগ	উপজেলা	ইউপি
১.	বরগুনা	বরিশাল	৬	৪২
২.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	চট্টগ্রাম	৯	১০০
৩.	কিশোরগঞ্জ	ঢাকা	১৩	১০৮

ক্রমিক	জেলা	বিভাগ	উপজেলা	ইউপি
৪.	খুলনা	খুলনা	৯	৬৮
৫.	সিরাজগঞ্জ	রাজশাহী	৯	৮৩
৬.	রংপুর	রংপুর	৮	৭৬
৭.	সুনামগঞ্জ	সিলেট	১১	৮৭
		মোট	৬৫	৫৬৪

১.৫ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

পাঁচ অর্থবছর মেয়াদি এই প্রকল্প ২০১১-১২ অর্থবছরে শুরু হয়ে চলবে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত। প্রথম বছর হলো শুরুর বছর। এই সময়ে ইউপির বেসলাইন মূল্যায়ন, সক্ষমতা তৈরির কৌশল এবং প্রথম বার্ষিক পারফরম্যান্স মূল্যায়নের ওপর কাজ হবে। সক্ষমতার উন্নয়নে সহযোগিতা ইউপিজি প্রকল্পের পুরো সময় ধরেই অব্যাহত থাকবে। তবে সমপ্রসারিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ (ইপিবিজি) দেওয়া হবে চার বছর ধরে, যা শুরু হবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে। এই প্রকল্পের মোট বাজেটের পরিমাণ ১৮ দশমিক ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ অর্থ বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতা তৈরির কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। এর মধ্যে রয়েছে বার্ষিক ১ দশমিক ৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দের ব্যবস্থা। পুরো মেয়াদের জন্য দাঁড়াবে ৬ দশমিক ৮৮ মিলিয়ন ডলার।

ইউপিজিপির প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক কাঠামো অনেকাংশেই এলজিএসপি/এলআইসির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে। একজন জাতীয় কর্মসূচি পরিচালক (এনপিডি) এতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি এলজিএসপি-২-এরও জাতীয় কর্মসূচি পরিচালক, কারণ দুটি প্রকল্পই নিবিড়ভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনায় একজন প্রকল্প ব্যবস্থা পক এনপিডিকে সহযোগিতা করেন।

প্রকল্প ব্যবস্থা পক এনপিডির কাছে জবাবদিহি করবেন এবং তিনি প্রকল্প পর্যদের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। প্রকল্প পর্যদের সভাপতি হিসেবে থাকবেন এনপিডি, তার সঙ্গে ইউপি অ্যাসোসিয়েশনের দুজন, এলজিডি (দুজন প্রতিনিধি), ইউএনডিপি এবং ইউএনসিডিএফ (একজন করে প্রতিনিধি), উপকারভোগী ইউপির দুজন প্রতিনিধি, একজন উপজেলা প্রতিনিধি এবং একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি। এর বাইরে এই প্রকল্পে একটি স্ট্রয়ারিং কমিটি থাকবে, যার সভাপতি হবেন এলজিডির সচিব। সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় থেকে রাখা হবে সদস্য। স্ট্রয়ারিং কমিটি বৃহত্তর আকারে নীতিগত নির্দেশনা দেয় এবং প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যক্রমের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিত করে। অন্যদিকে প্রকল্প পর্যদ প্রকল্পের পরিচালনাগত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে, যার মধ্যে বার্ষিক পরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রতিবেদনের মতো অন্য কিছু বিষয় সম্পৃক্ত।

জাতীয় পর্যায়ে একটি ছোট কারিগরি পরামর্শক দল কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তদারকের বিষয়ে এনপিডি ও প্রকল্প ব্যবস্থা পককে সহায়তা দেয়। আর জেলা পর্যায়ে সহায়ক কাঠামোগুলোর বিন্যাস এলজিএসপি/বিবিজির অনুরূপ। জেলা প্রশাসকের (ডিসি) তত্ত্বাবধানে ডেপুটি ডিরেক্টর লোকাল গভর্নমেন্ট (ডিডিএলজি) হবেন প্রধান ব্যক্তি, যিনি ইউনিয়ন পরিষদের স্বতন্ত্র বিবিজি/ইপিবিজি বরাদ্দের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সহায়তা দেবেন ও তদারক করবেন। ডিসিকে প্রধান এবং ডিডিএলজিকে সদস্যসচিব করে গঠিত জেলা সমন্বয় কমিটি (ডিসিসি) প্রতি সেমিস্টারে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ এলজিএসপি-২ এর জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করেছে, ইউপিজিপি সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও ইউপিতে গ্র্যান্ট বরাদ্দের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করছে। এলজিএসপি-২-এর আওতায় কিছু মৌলিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এর বাইরেও ইউপিজিপির অধীনে সক্ষমতা তৈরির কার্যক্রম নেওয়া হবে। এতে বাড়তি কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দেওয়া হবে। গ্র্যান্ট বরাদ্দের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থাপনা ও কৌশল অনুসরণ

করা হবে কারণ, সমপ্রসারিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ (ইপিবিজি) হচ্ছে এলজিএসপি-২-এর আওতাধীন বিবিজি ও পিবিজির সঙ্গেই অতিরিক্ত সংযোজন। থোক বরাদ্দ সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি ও ইউপি ফ্যাসিলিটেশন দলের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থাপনা বিন্যাস প্রযোজ্য হবে।

২. ইউনিয়ন পরিষদের উন্নততর গভর্ন্যান্সের জন্য সক্ষমতা গড়ে তোলা

২.১ উদ্দেশ্য ও যৌক্তিক ভিত্তি

ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯-এ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সক্ষমতার উন্নয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে ইউপি আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন ইউপিজিপির অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাঠামো ও কার্যাবলির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

- ইউপি সভা
- স্ট্যান্ডিং কমিটি
- ওয়ার্ড সভা
- নারী উন্নয়ন ফোরাম
- পরিকল্পনা ও বাজেট
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- রাজস্ব সংগ্রহ
- স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রকাশ

ইউপিতে পারফরম্যান্স বরাদ্দ দেওয়ার মূল লক্ষ্য হল সংশ্লিষ্ট ইউপির পারফরম্যান্স উন্নয়নে উৎসাহ জোগানো। পরবর্তী সেকশনে পারফরম্যান্স বরাদ্দের পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে এ-সংক্রান্ত কার্যাবলি ও প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সেকশনে ইউপিজিপির সহায়তায় পরিচালিত হবে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো ওপরের আটটি ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।

২.২ ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে বাধ্যতামূলক কার্যক্রম ও সভা

ইউপি আইন, ২০০৯-এ বাধ্যতামূলক কার্যক্রমের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইউপিজিপির আওতায় বাস-বায়নের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

ক. ইউপি আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধিমালা বাস্তবায়ন করা: বিধিমালার ভিত্তিতেই ইউপি আইনে উল্লিখিত কার্যক্রম চালু করা হবে। ইউপিজিপি এ সংক্রান্ত বিধিমালাসমূহ চূড়ান্ত ও অনুমোদন করাতে এলজিডিকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কৌশলপত্র দিয়ে সহযোগিতা করবে। এটা একটা নীতিগত পর্যায়ের সহযোগিতা কার্যক্রম। ইউপিজিপি এলজিডির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করবে।

খ. ইউনিয়ন পরিষদের বাধ্যতামূলক সভা: ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাধারণ সভাই ইউপির নীতি নির্ধারণী পর্ষদ। এই সভা আহ্বান ও পরিচালনার পদ্ধতিগুলো ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে (সেকশন ২.৪.১) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউপিজিপি বাধ্যতামূলক সভার প্রস্তুতি গ্রহণ ও তা অনুষ্ঠানের জন্য ইউপিকে সহায়তা করতে চেকলিস্ট ও সহজ নির্দেশনা তৈরি করে দেবে। এ ছাড়া যেখানে প্রয়োজন সেখানে জেলা ফ্যাসিলিটেশনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করবে।

গ. পাঁচ বছর মেয়াদি বা বার্ষিক স্কিম শনাক্ত করা: জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সম্পূরক হতে পারে এমন নানাবিধ প্রয়োজন ও স্কিম শনাক্তের ক্ষমতা আছে ইউনিয়ন পরিষদের। ইউপি ম্যানুয়েলে (৪.১.১) এর পরিধি ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য ইউপিজিপি চেকলিস্ট ও সহজ নির্দেশনা দেবে।

ঘ. ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন সেবা: ইউপি আইনের ৪৭ নং সেকশন এবং ইউপি ম্যানুয়েলের ২.৪.৫ নং সেকশনে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। ইউপি আইনের দ্বিতীয় তফসিলে এর কার্যাবলির বিশদ বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় তফসিলের একটি বৃহৎ অংশজুড়েই রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের প্রদেয় সেবার বিবরণ। মোটা দাগে এগুলোকে বলা হয়েছে জনকল্যাণমূলক সেবা। এ বিষয়ে ইউপিজিপি ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থায়ী কমিটিকে তাদের কার্যক্রমের মূল্যায়নে সহায়তা করতে সহজ নির্দেশনা দেবে। পাশাপাশি ইউপির উন্নয়ন পরিকল্পনা, বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাজেট প্রণয়নে ওই সব বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য সচেতনতা তৈরিতেও কাজ করবে ইউপিজিপি।

ঙ. ওয়ার্ড সভা: ওয়ার্ড সভা ইউনিয়ন পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা স্থানীয় মানুষকে সম্পৃক্ত করে। ইউপি ম্যানুয়েলের অনুচ্ছেদ ২.৩-এ ওয়ার্ড সভার প্রক্রিয়া ও কার্যাবলির ব্যাপারে বিশদ নির্দেশনা রয়েছে। ইউপিজিপি ওয়ার্ড সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাধ্যতামূলক কাজগুলোর বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের চেকলিস্ট ও সহজ নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবে। ওই সব কাজের মধ্যে রয়েছে ওয়ার্ড সভা গঠন, নির্ধারিত সভা আহ্বান এবং দরিদ্রবান্ধব পরিকল্পনা ও দ্বন্দ্ব নিরসনের মতো বিষয়ে নজর দেওয়া। নির্বাচিত ইউপি সদস্যদের জন্য কর্মশালা আয়োজন এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ওয়ার্ড সভার কার্যক্রম বিষয়ে সক্ষমতাও বাড়াতে হবে।

চ. স্থায়ী কমিটিকে শক্তিশালী করা: স্থায়ী কমিটি হচ্ছে এমন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ইউপিগুলো স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া ১৩টি মূল দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। ইউপি ম্যানুয়েলের ২.৪.৩ নং সেকশনে স্থায়ী কমিটি গঠন ও তাদের নিয়মিত কাজের পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। ইউপিজিপি বিভিন্ন বাধ্যতামূলক কাজ, নির্ধারিত সভা পরিচালনা ও অন্যান্য কাজের বিষয়ে স্থায়ী কমিটিকে চেকলিস্ট ও সহজ নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবে। কাজের পরিধি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে নির্বাচিত কিছু স্থায়ী কমিটির সভাপতির সক্ষমতাও বাড়ানো হবে। এটি বাধ্যতামূলক কাজগুলো করতে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে।

ছ. নারী উন্নয়ন ফোরামকে জোরদার করা: উপজেলা পর্যায়ে নারী উন্নয়ন ফোরাম ইউপির নারী সদস্যদের জন্য এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে ওয়ার্ড সভা ও স্থায়ী কমিটিতে কার্যকর অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও এ ধরনের সেবা কার্যক্রম পরিকল্পনায় নারীদের অগ্রাধিকারের বিষয়টিতে জোর দেওয়া, নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস এবং জেভার বাজেট মনিটরিং করা। প্রকল্পের আওতাধীন সব জেলায় নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠনে ইউপিজিপি সহায়তা করবে। এ ছাড়া নারী উন্নয়ন ফোরাম সদস্যদের তাদের কার্যক্রম পালনের সুবিধার্থে সহজ নির্দেশনা দেওয়া হবে। এসব কাজের ব্যাপারে তাদের ধারণাও দেওয়া হবে। ইউজেডজিপির সঙ্গে এর সমন্বয় করা হবে।

জ. ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক তথ্যপ্রকাশ ও স্বচ্ছতা: ইউপি আইনে নিয়মিতভাবে এবং এলাকাবাসীর অনুরোধক্রমে সময়ে সময়ে উভয়ভাবেই তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেকশন ৫০(৩) ও সেকশন ৭৮-৮০ এ তা করা হয়েছে। এলজিএসপি-২-এর অপারেশন ম্যানুয়েলে বর্ণিত বিভিন্ন ব্যবস্থা র মাধ্যমে এ দিকগুলো আরও জোরদার করা হয়েছে। এতে স্কিম, ক্রয় ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শর্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে (সেকশন ৫.৪.১)। ইউপিজিপি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্বের বিষয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সহজ নির্দেশনা এবং সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়া সম্পদের প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের বিষয়ে সক্রিয়ভাবে তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকরণ তৈরিতে সাহায্য করবে।

২.৩ বাধ্যতামূলক কাজ ও পারফরম্যান্স যাচাই: প্রকল্পের সাতটি জেলার সব ইউনিয়ন পরিষদে সার্বিক সেবা দেওয়া ইউপিজিপি লক্ষ্য। পারফরম্যান্স যাচাইয়ের জন্য যে জরুরি কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে তার ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে। ওই সব ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স উন্নত হলে ইউপিগুলো পারফরম্যান্সভিত্তিক অনুদান ও সম্প্রসারিত পারফরম্যান্সভিত্তিক অনুদান দুটোই আরও বেশি করে পাবে। পরবর্তী সেকশনে এটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

৩. পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ

৩.১ উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিক ভিত্তি

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে প্রণোদনা দেওয়ার লক্ষ্যে ইউপিজিপি কাঠামোতে পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে উচ্চতর পারফরম্যান্সের জন্য উচ্চতর বরাদ্দ পাওয়া যাবে। ইউপি চেয়ারপারসন, সদস্য ও সচিবরা তাদের নিজের পরিষদের জন্য বেশি সম্পদ সংগ্রহে আগ্রহী। আর পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ এ ক্ষেত্রে তাদের পারফরম্যান্স উন্নয়নে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য প্রণোদনার বিষয়টি হলো, অধিক সম্পদপ্রাপ্তি রাজনৈতিকভাবে অধিকতর দৃশ্যমান হবে। এ ছাড়া ইউপি সচিবদের মধ্যে পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে একটি প্রতিযোগিতার বিষয় থাকে। কারণ সাধারণত কেউই এ ক্ষেত্রে খারাপ ফল করতে চায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ দিতে হবে পারফরম্যান্স সূচক তা চিহ্নিত করায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ ব্যবস্থা র কারণে পারফরম্যান্স বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর এলাকার মানুষের চাপ বাড়বে। যদি ইউনিয়ন পরিষদের প্রাপ্ত বরাদ্দ প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়, তাহলে স্থানীয় মানুষ ইউনিয়ন পরিষদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন বা ব্যাখ্যা চাইতে পারে। তবে এ জন্য আগে তাদেরকে বরাদ্দ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে হবে। এর ফলে জনগণ এবং প্রতিনিধিদের জবাবদিহি নিশ্চিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সব মূল্যায়ন পরিমাপক এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে একটু চেষ্টা করলেই সব ইউনিয়ন পরিষদই ভালো স্কোর করতে সক্ষম হয়। পরিমাপক বা মানদণ্ড এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মেনে চলার বিষয়টি উৎসাহিত হয়। কাগজে-কলমে ইউপিগুলোর এসব মেনে চলার কথা থাকলেও বাস-বে সব সময় তা করা হয় না। এর মূল কারণ হচ্ছে বিধিবিধানগুলো যথাযথভাবে কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না কিংবা এ ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না।

পরের এই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পারফরম্যান্স বরাদ্দের যৌক্তিকতা শুধু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর উদ্দেশ্য এমন একটি পরিবেশও সৃষ্টি করা, যেখানে পারফরম্যান্স সূচক এবং এর সঙ্গে যুক্ত সুশাসনের ইস্যুগুলো আরও বেশি নিয়মিতভাবে আলোচিত হবে। সে হিসেবে পারফরম্যান্স সূচক সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ সুশাসনবিষয়ক ইস্যুগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত।

৩.২ সূচক এবং স্কোর

পারফরম্যান্স মূল্যায়ন ব্যবস্থায়¹ অন-ভুক্ত অধিকাংশ পারফরম্যান্স সূচক ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ থেকে এসেছে। একই সঙ্গে সব সূচক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উদ্ভাবনের মূল ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আগের অধ্যায়ে এগুলো আলোচিত হয়েছে।

¹ ইউপিজিপি পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট ম্যানুয়েল (পিএএম) দেখুন। পারফরম্যান্স মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং কীভাবে ফল ব্যবহার করা হয় পিএএম তার একটি সাধারণ ধারণা দেয়। সারণি ৩.১ এবং এই ইউপিজিপি ওএম এর পরিশিষ্ট-১-এ মূল্যায়নকারীরা যে ছক ব্যবহার করবেন তা তুলে ধরা হয়েছে। এতে আছে ৪১টি সূচক, এগুলোর স্কোর ও যাচাইয়ের উপায়।

সূচকগুলোকে মোট ছয়টি বিস্তৃত শ্রেণীতে বিন্যাস করা হয়েছে (মোট দাগে দেখলে আগের অধ্যায়ে চিহ্নিত উদ্ভাবনের মূল ক্ষেত্রগুলোর অনুরূপ) এবং প্রতিটি শিরোনামের আওতায় কয়েকটি করে সূচক (মোট ৪১টি) সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে রয়েছে একটি সর্বোচ্চ স্কোর। মোট সর্বোচ্চ স্কোর ১০০ পয়েন্ট। সারণি ৩.১ এ এসব সূচক ও স্কোরের একটি সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ৩.১ : ইউপিআর পারফরম্যান্স পরিমাপের কাঠামো^২

১. ইউপিআর পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট ম্যানুয়াল (পিএএম) দেখুন। পারফরম্যান্স মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং কীভাবে ফল ব্যবহার করা হয় পিএএম তার একটি সাধারণ ধারণা দেয়। সারণি ৩.১ এবং এই ইউপিআরপি ওএম এর পরিশিষ্ট-১-এ মূল্যায়নকারীরা যে ছক ব্যবহার করবেন তা তুলে ধরা হয়েছে। এতে আছে ৪১টি সূচক, এগুলোর স্কোর ও যাচাইয়ের উপায়।

২. পারফরম্যান্স যাচাই প্রক্রিয়ার একটি বিবরণ পেতে পিএএম দেখুন। ৪১টি সূচক, এগুলোর স্কোর ও যাচাইয়ের উপায় পাওয়া যাবে পরিশিষ্ট-১-এ।

সূচকগুলোর মধ্যে ১২টি (সারণি ৩ এর ওপরের অংশে উল্লিখিত) এলজিএসপি-২-এর অধীনে জাতীয় পর্যায়ে পিআরজির জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে ইউপিআরপির অধীনে ইপিআরজির ক্ষেত্রে ৪১টি সূচকই পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং ইউপিআরপি একগুচ্ছ বাড়তি পারফরম্যান্স সূচকের কী প্রভাব হয় তা পরীক্ষা করে দেখছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সূচকগুলো হয়তো আগামী কয়েক বছরে সারণির নিচের স্তর থেকে উচ্চ স্তরে উঠে যাবে।

সারণি ৩.১ থেকে দেখা যায় এলজিএসপির মধ্যে পাঁচটি বিষয় রয়েছে:

১. পরিকল্পনা এবং বাজেট
২. আর্থিক বিষয়াদি (খরচ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় এবং রিপোর্টিং)
৩. নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ
৪. পর্যবেক্ষণ, নজরদারি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।
৫. গণতান্ত্রিক সূশাসন ব্যবস্থা

অন্যদিকে ইউপিআরপি উল্লিখিত পাঁচটি ছাড়াও ষষ্ঠ একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে

৬. বাস-বায়ন কৃতিত্ব বা পারফরম্যান্স/ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (এমডিআর জেন)

সারণি ৩.১-এর নিচের অংশে বর্ণিত সূচকসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে ইউপিআরপির জন্য প্রযোজ্য। এভাবে ১২টি সূচক জাতীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য। এ ছাড়া সম্প্রসারিত অংশে রয়েছে ২৯টি সূচক, যা ৭টি ইউপিআরপি জেলার ইউপিআরসমূহের জন্য প্রযোজ্য।

^২ পারফরম্যান্স যাচাই প্রক্রিয়ার একটি বিবরণ পেতে পিএএম দেখুন। ৪১টি সূচক, এগুলোর স্কোর ও যাচাইয়ের উপায় পাওয়া যাবে পরিশিষ্ট-১-এ।

№el q	১. পরিকল্পনা ও বাজেট		২. ব্যয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ও প্রতিবেদন		৩. নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ		৪. তদারকি, পর্যবেক্ষণ, স্বচ্ছতা ও Revert inZv		৫. KqKUB/ e'q ubaŋi Y ev' b'iqb (GgWWRŋi Rb)		৬. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা		মোট সর্বোচ্চ স্কোর	
	bs	নির্দেশক	সর্বোচ্চ b'ef	bs	নির্দেশক	সর্বোচ্চ b'ef	bs	নির্দেশক	সর্বোচ্চ b'ef	bs	নির্দেশক	সর্বোচ্চ b'ef		
দেশব্যাপি ব্যবহারের জন্য নির্দেশক	1	পাঁচশালা উন্নয়ন পরিকল্পনার (অথবা তিন বছরের চলমান মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা) উপস্থিতি	4	1	স্থায়ী সম্পদের তালিকা তৈরি / cŋZiU m'eu' #PrYzKi Y	2	1	eŋi cŋZ ŋbR'~i vR'^ সংগ্রহের উন্নতি	4	1	পরিকল্পনা, বাজেট, ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ	4	30	
	2	৩১ মে'র মধ্যে ইউএনও'র সামনে চূড়ান্ত পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন	2	2	৩১ জুলাই এর মধ্যে ewl' R Aw' R' #eei Yr	2	2	পূর্ববর্তী অর্থবছরের বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত Ki mslMh	2					
	3	বছরের শেষে উন্নয়ন বাজেটের তুলনায় প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয় (বাস্তবায়নের মাত্রা)	4	3	ব্যয়কের সাথে মাসিক লেনদেন নিষ্পত্তি	2								
				4	৩১ জুলাই এর মধ্যে ক্রয়ের পরিকল্পনা তৈরি এবং ক্রয় আইনের সাথে m'igAm''	2								
মোট সর্বোচ্চ স্কোর			10			10			6			4		

BDicŋRic cŋBj U জেলার জন্য নির্দেশক	4	পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়ায় নারীদের AskMhY	3	6	হালনাগাদকৃত চিঠিপত্র রেজিস্টার	1	3	Ki ŋbaŋi Y m'giŋ	2	2	ইউপি নোটিশ বোর্ডে থোক eiv', i vR'7 e'q পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পনার l'ci Z' c'k'ik	2	1	পূর্ববর্তী অর্থবছরের cŋi Ki br Abq'iq' বাস্তবায়িত প্রকল্পের msl'v	2	1	ইউনিয়ন পরিষদের KivDŋj KihKi	3
	5	দায়িত্বকে লক্ষ্য করে পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়া	5	7	হালনাগাদকৃত কর আদায়ের রেজিস্টার	2	4	করারোপযোগ্য খানার কর 7% ŋbaŋi Y	2	3	Z' Awakfi AvBb 2009 ev' l' emqZ	2	2	সামাজিক / এমর্ডিজি খাতে বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রকৃত Ask	2	2	ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সভায় নারী সদস্যদের m'iq AskMhY	3
	6	এমর্ডিজি খাতগুলোর সাথে পরিষ্কারভাবে সম্পর্কিত পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (বা তিন বছরের Pj' gib ŋmAtBic)	3	8	হালনাগাদকৃত ও সংরক্ষিত আয় ও ব্যয়ের fiDPri	2	5	কর খেলাপ ব্যবস্থা ও 'ডাল করদাতাদের পুরস্কার' ব্যবস্থা	2	4	বার্ষিক কর্মকা- মূল্যায়নের (পূর্ববর্তী বছরের) ফলাফল c'k'ik/ c'p'ri	2	3	রাজ্যপায়েজ্ঞাপের জন্য বাজেটের প্রমাণ	2	3	আটটি মূল স্থায়ী কর্মটির প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃত কার্যকর n' l' q'v	3
	7	ewl' R cŋi K'f' b'ri gib	4			6	5	কর আদায় বৃদ্ধি করার জন্য সৃজনশীল পদ্ধতি e'enri	2	5	ইউনিয়ন পরিষদ তথ্যকেন্দ্র cŋZov' l' KihKi	2	4	ইউনিয়ন পরিষদের খানা রেজিস্টার হালনাগাদ ও জনগণের কাছে সহজলভ্য	2	4	BDicŋli ewl' R cŋi K'f' b'ri স্থায়ী কর্মটির অবদান	3
						7	6	উন্নয়ন ব্যয়ে নিজস্ব রাজস্ব উৎসের Ask	2	6	পূর্ববর্তী অর্থবছরে কম গড়ে 'BŋU Dbj' m'fv	3	5	একটি ওয়ার্ডের বাইরেও সুবিধা দানকারী প্রকল্পে ব্যয়কৃত বিবিজি/ ইপিবিজি বরাদ্দের শতাংশ	2	5	l' q'W'm'f'ri KihKi Z'v	2
মোট সর্বোচ্চ স্কোর			15		5				12		14		10			14	70	
সর্বমোট সর্বোচ্চ স্কোর			25		15				18		18		10			14	100	

৩.৩ পারফরম্যান্স মূল্যায়ন বাস-বায়ন:

প্রতিবছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে আর্থিক নিরীক্ষাসহ বার্ষিক পারফরম্যান্স মূল্যায়ন (বা পারফরম্যান্স নিরীক্ষা) পরিচালনা করা হবে। এর আওতায় বিগত অর্থবছরে ইউপি'র পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা হবে (একই বছরের ৩০ জুন সমাপ্ত বছর)। এ লক্ষ্যে নিরীক্ষা দলকে শক্তিশালী করতে এমন একজন 'পারফরম্যান্স নিরীক্ষক' সংযুক্ত করা হবে যিনি উন্নয়ন এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন।

ইউপি'র পারফরম্যান্স মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. মূল্যায়ন ঘোষণা
২. ইউনিয়ন পরিষদের আত্মমূল্যায়ন
৩. স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ দল দিয়ে ইউপি'র আত্মমূল্যায়ন যাচাই করা এবং প্রয়োজনে তাতে রদবদল করা
৪. প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা, যা নিয়ে আপিল করার সুযোগ থাকবে
৫. চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচার

এলজিডিতে একটি 'ইউপি পারফরম্যান্স মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হবে, যা উপরোক্ত কার্যক্রমে নির্দেশনা দেওয়া ও তত্ত্বাবধানের কাজ করবে। এই কমিটির সভাপতিত্ব করবেন এনপিডি। সদস্য হিসেবে থাকবে যুগ্মসচিব (ইউপি), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ডিজি (এমঅ্যান্ডই), যুগ্মসচিব (.....), স্থানীয় সরকার বিভাগে, ইউএনডিপি, ইউএনসিডিএফ। ইউপি'র প্রজেক্ট ম্যানেজার সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বাইরের মূল্যায়নের জন্য এলজিডি একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নিরীক্ষা কাম মূল্যায়ন দল নিয়োগ করবে। এর অর্থায়ন হবে এলজিএসপি-২-এর আওতায়। ওই নিরীক্ষা দলকে এমনভাবে নিয়োগ দিতে হবে যেন প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তারা মাঠে নামতে পারেন। এই দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে নিরীক্ষণের যোগ্যতা, নিরপেক্ষতা, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের কার্যাবলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা (বিশেষ করে ইউপি) এবং সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত-গ্রহণের যোগ্যতা। তাদের সামর্থ্য এবং কাজ করার সময় ইউপিগুলোর সঙ্গে আচরণের বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া হবে। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হচ্ছে, ওই মূল্যায়ন শুধু একটি স্কোরের ফলাফলই দেবে না, মূল্যায়নটি সংশ্লিষ্ট ইউপি'র একটি সঠিক চিত্র উপস্থাপন করবে, যা থেকে শিখে তারা ভবিষ্যতে কাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। এলজিডি/ইউপি'র বাইরের নিরীক্ষা দলকে মাঠে নামার আগে কাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণ দেবে।

টেক্সট বক্স ৩.১ : এলজিডি পারফরম্যান্স যাচাই কমিটির কাজ

- বাইরের মূল্যায়ন দলের সদস্যদের বাছাই ও নিয়োগ
- মূল্যায়নের কৌশল বার্ষিক ভিত্তিতে যাচাই ও অনুমোদন (আগের বছরের মূল্যায়ন পর্যালোচনার পর)
- মূল্যায়ন কাজের ঘোষণা দেওয়া ও তা পর্যবেক্ষণ করা
- ফলাফল গ্রহণ ও পর্যালোচনা করা
- ফলাফল প্রচার করা
- আপিলের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া
- চূড়ান্ত পারফরম্যান্স মূল্যায়ন ফলাফল নিশ্চিত করা এবং তার ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ নিশ্চিত করা
- পর্যালোচনা ম্যানুয়েল হালনাগাদ করা

বাইরের নিরীক্ষা দল দিয়ে মূল্যায়নের কমপক্ষে তিন সপ্তাহ আগে ইউপিগুলোকে এ বিষয়ে অবহিত করে তাদেরকে পারফরম্যান্স মূল্যায়ন ম্যানুয়েল (পিএএম) সরবরাহ করতে হবে। এ সময় ইউপিগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি মূলক মূল্যায়ন হিসেবে একটি আত্মমূল্যায়ন করবে। এই 'প্রস্তুতি মূলক মূল্যায়ন' ইউপিগুলোকে আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নের জন্য তৈরি হতে সহায়তা করবে। এটি আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নকে দক্ষ করে তুলবে। একই সঙ্গে আত্মমূল্যায়নের সময় পারস্পরিক আলোচনার ফলে ইউপিগুলো অনেক কিছু শিখবে এবং পারফরম্যান্সের বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত হবে। এতে এমন কিছু ত্রুটি বের হয়ে আসতে পারে, যা হয়তো আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নের আগেই সংশোধন করা দরকার হবে।

৩.৪ মূল্যায়নের ফলাফল ঘোষণা ও আপিলের সম্ভাবনা

পারফরম্যান্স মূল্যায়নকারী দলগুলো ফলাফল জমা দেওয়ার পর এলজিডি একটি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে 'গুণগত মানের নিশ্চয়তা' পর্যালোচনা করবে। এর আওতায় হয়তো দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকটি ইউপি'র ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স মূল্যায়নকারী দলগুলোর কাজ যাচাই করা হবে। ওই কমিটি মূল্যায়নের ফলাফলের ভুলত্রুটি বা বাদ পড়া বিষয় চিহ্নিত করবে। পারফরম্যান্স মূল্যায়নকারী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে তা ঠিক করা হবে।

কমিটি যদি মূল্যায়ন দলের কাজে সন'ষ্ট হয়, তাহলে ওই ফলাফল প্রতিবেদনগুলো অনুমোদন করবে। তখন এনপিডি আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফলগুলো প্রকাশ করবেন। কোনো কারণে যদি মূল্যায়ন কমিটি পারফরম্যান্স মূল্যায়নকারী দলগুলোর সিদ্ধানে-র ব্যাপারে একমত না হয়, তাহলে এনপিডি এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান-নেবেন।

মূল্যায়নের ফলাফল ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। সব ইউপি'র নোটিশ বোর্ডে তা টাঙানো উচিত। নীতিগতভাবে প্রতিবছরের জানুয়ারি মাসের মধ্যে তা করতে হবে।

টেক্সট বক্স ৩.২: পারফরম্যান্স মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বার্ষিক ক্যালেন্ডার

- এপ্রিল: এনপিডি/এলজিডি পিএমের সঙ্গে আলোচনা করে মূল্যায়নকারী দল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে। জুলাই মাসের মধ্যে তা শেষ করতে হবে।
- আগস্ট: এলজিডি/এনপিডি ইউপিগুলোর কাছে পারফরম্যান্স মূল্যায়ন কার্যক্রমের ঘোষণা করবে। তখন আগে তারা নিজেরা নিজেদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করবে এবং দলকে প্রশিক্ষণ দেবে।
- সেপ্টেম্বর/অক্টোবর: বাইরের মূল্যায়নকারী মাঠে নামবে। অক্টোবর শেষ হওয়ার আগেই তারা প্রতিবেদন জমা দেবে।
- ৩০ নভেম্বর: মূল্যায়ন ফলাফল (স্কোর) ঘোষণা করা হবে।
- ৩১ ডিসেম্বর: আপিলের সময় শেষ হবে।
- জানুয়ারি: বরাদ্দের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা (ফেব্রুয়ারিতে সরবরাহ)।

(দ্রষ্টব্য: প্রথম এক বা দুই বছর বিভিন্ন পদক্ষেপ বিলম্বিত হতে পারে এবং ব্যতিক্রমী কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতে পারে)।

কোনো ইউপি প্রাথমিক মূল্যায়নের ফলাফলের সঙ্গে একমত না হলে তারা জেলা অভিযোগ কমিটির কাছে আপিল করতে পারবে। জেলা অভিযোগ কমিটিতে জেলা প্রশাসক (বা জেলা প্রশাসকের মনোনীত ব্যক্তি) চেয়ারম্যান হবেন। এতে দুজন সদস্য থাকবেন- ডিডিএলজি এবং ডিসির মনোনীত সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি।

মূল্যায়নের ফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার ১০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে। কমিটি তা পর্যালোচনা ও খতিয়ে দেখার জন্য ১৫ দিন সময় পাবে। এরপর সুপারিশসহ এলজিডি বরাবর পাঠিয়ে দেবে। সংশ্লিষ্ট ইউপিকেও এর কপি দিতে হবে।

এলজিডির গঠিত মূল্যায়ন কমিটি অভিযোগ (যদি পায়) পর্যালোচনা করবে এবং যেসব বিষয় উঠে আসবে তা নিয়ে একটি বৈঠক করবে। এর ওপর চূড়ান্ত সিদ্ধান- দেবেন এনপিডি। আপিল আবেদন সর্বশেষ ডিসেম্বরের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। এলজিডি/এনপিডি জাতীয় ও স্থানীয় /আঞ্চলিক সংবাদপত্রে বরাদ্দের পরিমাণসহ (নিচে উল্লিখিত পদ্ধতিতে হিসাব করা) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণা করা যেতে পারে।

অন্যদিকে ইউপিগুলো তাদের মূল্যায়নের ফলাফল ও প্রাপ্ত বরাদ্দের তথ্য প্রকাশ করবে। নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বা ইউপি প্রাঙ্গণে জনসভার আয়োজন করে তা করা যেতে পারে।

নিচের কাঠামো ব্যবহার করে এলজিডির প্রকাশ করা ফলাফলের মাধ্যমে প্রকৃত বরাদ্দের ওপর ইউপি'র পারফরম্যান্সের প্রভাব বোঝা যাবে। আশা করা হয়, ইউপিগুলোও একই কাঠামোতে তথ্য প্রকাশ করবে।

৩.৫: পারফরম্যান্স যাচাই ও বরাদ্দ হিসাবের জন্য সক্ষমতা

পারফরম্যান্স কমপ্লিমেন্টের আওতায় যোগ্য ইউপিগুলোর প্রাপ্য বরাদ্দের পরিমাণ হিসাব করার জন্য পারফরম্যান্স মূল্যায়নের স্কের ব্যবহার করা হবে।

সবাই যাতে পারফরম্যান্স স্কেরের গুরুত্ব বোঝে সে জন্য শুধু সবচেয়ে বেশি স্কের করা ৪০০টি ইউপিকে বরাদ্দকমপ্লিমেন্ট দেওয়া হবে। খসড়াভাবে বলা যায়, ৭০ শতাংশ ইউপি তা পাবে।

দ্বিতীয়ত, ইপিবিজি (বরাদ্দ) পেতে ইউপিগুলোকে বিবিজি পাওয়ার ন্যূনতম শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। এ শর্তগুলো হলো:

- ১। নিখুঁত নিরীক্ষা প্রতিবেদন (সর্বশেষ নিরীক্ষা)।
- ২। অংশগ্রহণমূলকভাবে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তার প্রমাণ। বাজেটসহ পরিকল্পনা নিয়ে উন্মুক্তভাবে আলোচনা হতে হবে।
- ৩। নির্ধারিত সময়ে ষাণ্মাসিক আর্থিক ও অগ্রগতির প্রতিবেদন^৩।

প্রতিটি ব্যয় বরাদ্দ ওপরে উল্লেখ করা সর্বশেষ 'এমসি'র (মিনিমাম কন্ডিশন) সঙ্গে সম্পর্কিত। ইউপিগুলোকে অবশ্যই সর্বশেষ অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। তা না হলে তহবিল হস্তান্তর স্থগিত থাকবে।

সবচেয়ে কম স্কের করা ৩০ শতাংশ ইউপিগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করতে ইউপিজিপির সামর্থ্য বাড়ানো কার্যক্রমের আওতায় উদ্যোগ নেওয়া হবে। যদি দেখা যায়, চেষ্টার অভাবে নয়; বরং সামর্থ্যের অভাবেই ইউপিগুলো পিছিয়ে আছে, তাহলে এ ব্যাপারে তাদেরকে সহায়তা দেওয়া হবে।

*** সাধারণভাবে এটা কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ, ইপিবিজি যেহেতু শুধু ভালো স্কের করা ইউপিগুলোই পাবে, তাদের এমসি (মিনিমাম কন্ডিশন) লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ করতে পারার কথা।**

সর্বোচ্চ স্কের করা ৭০ শতাংশ ইউপির (অর্থাৎ ৪০০ ইউপি) প্রাপ্য বরাদ্দ হিসাব করা হবে তাদের পারফরম্যান্স স্কের হিসাব করে। তবে এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও আয়তনের বিষয়গুলোও বিবেচনায় আসবে (বিবিজির নমনীয় নিয়ামকগুলোর অনুরূপ: দেখুন টেক্সট বক্স ২.৩)। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সমান স্কের করা ২টি ইউপির ক্ষেত্রে বেশি জনসংখ্যার বা বেশি আয়তনের ইউপি বেশি অর্থ বরাদ্দ পাবে।

গড়ে প্রতিটি ইউপি প্রতিবছরের জন্য ৩,৪৪,০০০/- টাকা পারফরম্যান্স বরাদ্দ পাবে (তবে মনে রাখতে হবে, কখনো কখনো এটা পরিবর্তন হতে পারে। তা হবে পারফরম্যান্স স্কের, আয়তন বা জনসংখ্যার পার্থক্যের কারণে।)

৩.৬: অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসেবে 'বর্ধিত পারফরম্যান্স গ্র্যান্টস'

ইউপিজিপি পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ হলো বিবিজি ও পিবিজি বরাদ্দের (এলজিএসপি-২-এর অধীন; দেখুন টেক্সট বক্স ৩.৩) পরিপূরক এবং এ কারণে ইউপির স্বতন্ত্র বরাদ্দের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পিবিজি এবং ইপিবিজির পার্থক্য হলো, পিবিজি ন্যূনতম ১২টি সূচকের ওপর ভিত্তি করে বরাদ্দ দেওয়া হয়, আর ইপিবিজি বরাদ্দ হয় ৪১টি সূচকের একটি বর্ধিত গুচ্ছের ভিত্তিতে।

৭টি ইউপিজিপি জেলায় বর্ধিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ (ইপিবিজি) পাবে শুধু ওই ইউপিগুলো:

^৩ সাধারণভাবে এটা কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ, ইপিবিজি যেহেতু শুধু ভালো স্কের করা ইউপিগুলোই পাবে, তাদের এমসি (মিনিমাম কন্ডিশন) লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ করতে পারার কথা।

- যারা বিবিজির জন্য ন্যূনতম শর্ত (মিনিমাম কন্ডিশন বা এমসি) পূরণ করতে পেরেছে (ওপরে দেখুন)। বিবিজির ন্যূনতম শর্ত পূরণে ব্যর্থ ইউপির জন্য কোনো বরাদ্দ হবে না।
- ৭ জেলায় সর্বোচ্চ স্কোর করা ৪০০ ইউপির (মোটের ৭০%) মধ্যে থাকবে। নিচের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ থেকে বাদ পড়বে।
- পৃথকভাবে একক ইউপির জন্য ইপিবিজির হিসাব করতে হবে এভাবে:
- প্রথমেই সূচক-স্কোরের ভিত্তিতে জেলা ধরে ধরে সর্বোচ্চ স্কোর করা ৪০০ ইউপি (৭০%) চিহ্নিত করা হবে। জেলা ধরে ধরে বাছাইয়ের ফলে প্রতিযোগিতা হবে সমতার ভিত্তিতে। কোনো জেলায় অনেক বেশি এবং কোনো জেলায় অনেক কম ইউপি নির্বাচিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ইউপিগুলোর পরিসি'তি ও সামর্থ্যের মধ্যে তফাত থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।
- এভাবে নির্বাচিত ইউপিগুলোর জন্য স্কোরগুলো ইউপি জনসংখ্যা ও আয়তনের সমান-রালে বিবেচনা করা হবে। যেভাবে মৌলিক বরাদ্দের হিসাব করা হয়। এর তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতেই ইউপিগুলোর বাজেট বরাদ্দ করা হবে। আয়তন ও জনসংখ্যা পৃথক 'কিন' একই স্কোর করা ইউপিগুলোর বরাদ্দ যেন একই হারে বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চিত করতেই এ তুলনা করা হয়।

কাল্পনিক স্কোরের ভিত্তিতে ৫টি কাল্পনিক ইউপির জন্য বিবিজি ও ইউপিজিপি/ইপিবিজি এর হিসাব সারণি ৩.২ এ দেখানো হলো

এলজিএসপি-২-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট বেসিক থোক গ্র্যান্টস দুই কিসি-তে দেওয়া হবে। প্রথমটি আগস্ট/সেপ্টেম্বরে এবং দ্বিতীয়টি ফেব্রুয়ারি/মার্চে। ইউপিজিপি/ইপিবিজি দেওয়া হবে দুই কিসি-তে- এলজিএসপি/বিবিজির কিসি-র সঙ্গে একত্রে বা এক সময়ে।

এ সবগুলো তহবিল (বিবিজি, পিবিজি ও ইপিবিজি) মিলেই হয় ইউপির স্বেচ্ছাধীন উন্নয়ন তহবিল। আগে যেমনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ইউপিজিপি জেলার ইউপিগুলোর জন্য নির্ধারিত এ তহবিলের চারটি অংশ রয়েছে। ৩.১ নম্বর চিত্রে এটি দেখানো হলো:

টেক্সট বক্স ৩.৩: এলজিএসপি/বিবিজির অধীনে বরাদ্দ

এলজিএসপি-২-এর অধীনে বিবিজির জন্য প্রথম বছরে প্রতিটি ইউপি গড়ে বার্ষিক ১১ লাখ টাকা বরাদ্দ পায়। মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে যা পরে প্রতিবছর ১২ শতাংশ হারে বাড়ে।

প্রতিটি ইউপি সমান একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবে। তা হবে সব ইউপির মধ্যে সমানভাবে দেওয়া পুরো বরাদ্দের ২৫ শতাংশের ভিত্তিতে (প্রথম বছর তা হবে প্রায় পৌনে তিন লাখ টাকা।)

বাজেটের বাকি ৭৫ শতাংশ যোগ্য ইউপির মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হবে। তা হবে সংশ্লিষ্ট ইউপির জনসংখ্যার ঘনত্ব (গুরুত্ব ৯০ শতাংশ) ও আয়তনের (গুরুত্ব ১০ শতাংশ) ভিত্তিতে। এই বরাদ্দপাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ইউপিকে অবশ্যই ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে হবে (টেক্সট দেখুন)। যে ইউপিগুলো ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারবে না, সেগুলো শুধু নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ পাবে (সব ইউপির মধ্যে সমানভাবে দেওয়া পুরো বরাদ্দের ২৫ শতাংশের ভিত্তিতে)

শুরুর দ্বিতীয় বছর (আর্থিক বছর ২০১২/১৩) পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পিবিজি দেওয়া হয়। প্রতিটি জেলার সর্বোচ্চ স্কোর করা ৭৫ শতাংশ ইউপি তা পাবে। সর্বোচ্চ স্কোর করা ২৫ শতাংশ ইউপি তাদের বিবিজি বরাদ্দের ৩০% বাড়তি পাবে; পরের ২৫% সেরা স্কোর করা ইউপি পাবে বাড়তি ২০% এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ স্কোর করা ২৫% ইউপি পাবে বাড়তি ১০%। সর্বনিম্ন স্কোর করা ২৫% ইউপি পিবিজির কোনো বরাদ্দ পাবে না।

পিবিজির জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা ও পারফরম্যান্স মূল্যায়নের সময় ১২টি সূচকের বিপরীতে পারফরম্যান্সের স্কোরিং করা হবে। পিবিজি বরাদ্দবিবিজির সঙ্গে ২টি পর্বে ছাড় করা হবে। একটি আগস্টে, অন্যটি ফেব্রুয়ারিতে।

ছক: ৩.১ ইউপি স্বতন্ত্র উন্নয়ন বরাদ্দের গঠন

ইউপিপি বর্ধিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ(ইপিবিজি):	পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ইউপিপিপি ৭ জেলার সর্বোচ্চ স্কোর করা ৭০ শতাংশ ইউপির জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ। প্রতি ইউপি গড়ে কমবেশি ২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা পাবে। প্রকৃত অংক নির্ভর করবে ৪১ সূচক দিয়ে মূল্যায়নের ফল, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও আয়তনের ভিত্তিতে
পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দ(পিবিজি):	সর্বোচ্চ স্কোর করা ৭৫ শতাংশ ইউপি পারফরম্যান্সভিত্তিক ১২টি মৌলিক সূচকের ভিত্তিতে বরাদ্দ পাবে। 'ব্যাডস' এর মাধ্যমে বরাদ্দ। দেখুন টেক্সট বক্স ২.৩। প্রতি ইউপি গড়ে পায় আড়াই লাখ টাকা (২০১২/১৩)
ফর্মুলাভিত্তিক খোক গ্র্যান্টস (বিবিজির ৭৫%)	মোট বিবিজির ৭৫ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হবে ইউপির জনসংখ্যার ঘনত্ব (গুরুত্ব ৯০ শতাংশ) ও আয়তনের (গুরুত্ব ১০ শতাংশ) ভিত্তিতে। ২০১১/২০১২ অর্থবছরে প্রতিটি ইউপি গড়ে কমবেশি গড়ে সোয়া আট লাখ টাকা পায়
নির্দিষ্ট অংকের খোক গ্র্যান্টস (বিবিজির ২৫%)	বিবিজির ২৫ শতাংশ সব ইউপির মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। ২০১১/১২ অর্থবছরে প্রতি ইউপি কমবেশি পৌনে তিন লাখ টাকা পায়

৩.৭: বর্ধিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের প্রভাব যাচাই ও মূল্যায়ন করা।

বার্ষিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিমাপ করে পারফরম্যান্সের যে তুলনামূলক উন্নয়ন দেখা যাবে তা বছরওয়ারিভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এতে পৃথক সূচকগুলোর প্রভাবও মূল্যায়ন করা হবে। ইউপিপিপি জেলাগুলোর ইউপির পারফরম্যান্স ইউপিপিপি আওতার বাইরে থাকা ইউপির পারফরম্যান্সের সঙ্গে তুলনা করা হবে।

সমপ্রসারিত সূচকগুলো ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা জাতীয় পারফরম্যান্স মূল্যায়ন ব্যবস্থা য় সংযুক্ত করা হবে বলে আশা করা হয়।

কাল্পনিক স্কোরের ভিত্তিতে ৫টি কাল্পনিক ইউপি'র জন্য বিবিজি⁴ ও ইউপিজিপি/ইপিবিজি এর হিসাব সারণি

৩.২ এ দেখানো হলো:

Calculation flexible part of BBG (75% of total amount)

UP	Population	Area	Relative shares		Weighed shares		Combined relative share *)	Calculated amount flexible part **)
	No's	(acres)	Population	Acres	90%	10%		
					Population	Acres		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UP 1	15,000	3,000	10.0%	12.0%	9.0%	1.2%	10.2%	420,750
UP 2	24,000	4,000	16.0%	16.0%	14.4%	1.6%	16.0%	660,000
UP 3	30,000	4,500	20.0%	18.0%	18.0%	1.8%	19.8%	816,750
UP 4	36,000	6,000	24.0%	24.0%	21.6%	2.4%	24.0%	990,000
UP 5	45,000	7,500	30.0%	30.0%	27.0%	3.0%	30.0%	1,237,500
TOTAL	150,000	25,000	100.0%	100.0%	90.0%	10.0%	100.0%	4,125,000

*) Calculated as (6) + (7) **) Calculated by multiplying the relative share as given in column (8) and the total grant amount. The latter is calculated as number of UPs times the set average amount (in this fictive case: 5 UPs * 75% BDT 1,100,000 = BDT 4,125,000. The other 25% (BDT 275,000 per UP) is the 'fixed share ; see below)

Calculation of the Extended Performance Based Grant (EPBG)

	Performance Scores	Weight Applied *)	Weighted Score **)	Relative Weighted Scores	Calculated Allocation ***)	Amount if all had equal scores **)	Difference due to performance	
							Amount	%
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
UP 1	85	10.2%	8.7	16.5%	218,025	135,150	82,875	61.3%
UP 2	40	16.0%	6.4	12.1%	160,941	212,000	-51,059	-24.1%
UP 3	40	19.8%	7.9	15.0%	199,165	262,350	-63,185	-24.1%
UP 4	80	24.0%	19.2	36.4%	482,824	318,000	164,824	51.8%
UP 5	35	30.0%	10.5	19.9%	264,044	397,500	-133,456	-33.6%
TOTAL	280	100.0%	53.0	100.0%	1,325,000	1,325,000	0	

*) Same as Column (8) **) calculated as (10) * (11) ***) Total flexible part of grant given as 5 UPs * BDT 265,000 = BDT 1.325M. Calculated as Column (13) times this total amount. ****) Calculated as column (11) * total amount (same as BBG calculations for variable part).

Calculation of the total BBG grant including performance top up

	Announced at time of planning				Actual releases (assuming all met MCs)			
	BBG Fixed	BBG Flexible	EPBG	Total	BBG Fixed	BBG Flexible	EPBG	Total
	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
UP 1	275,000	420,750	135,150	830,900	275,000	420,750	218,025	913,775
UP 2	275,000	660,000	212,000	1,147,000	275,000	660,000	160,941	1,095,941
UP 3	275,000	816,750	262,350	1,354,100	275,000	816,750	199,165	1,290,915
UP 4	275,000	990,000	318,000	1,583,000	275,000	990,000	482,824	1,747,824
UP 5	275,000	1,237,500	397,500	1,910,000	275,000	1,237,500	264,044	1,776,544
TOTAL	1,375,000	4,125,000	1,325,000	6,825,000	1,375,000	4,125,000	1,325,000	6,825,000

Presentation of the overall result of the PBG score on the Ps' allocations

	Performance based amounts				Total amounts		
	Scores	Standard	Actual	Difference	Standard	Actual	Difference
	(10)	(20)	(24)	(24) / (20)	(21)	(25)	(25) / (21)
UP 1	85	135,150	218,025	161.3%	830,900	913,775	110.0%
UP 2	40	212,000	160,941	75.9%	1,147,000	1,095,941	95.5%
UP 3	40	262,350	199,165	75.9%	1,354,100	1,290,915	95.3%
UP 4	80	318,000	482,824	151.8%	1,583,000	1,747,824	110.4%
UP 5	35	397,500	264,044	66.4%	1,910,000	1,776,544	93.0%
TOTAL		1,325,000	1,325,000	100%	6,825,000	6,825,000	-

⁴ Without the PBG under LGSP – the allocation for which are based on a quartile approach (see text)

৪। বর্ধিত পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের বাজেট ও পরিকল্পনা চক্র।

৪.১ পরিকল্পনা চক্র

এই ম্যানুয়ালের অধ্যায় ২ এ যে কার্যক্রমের বর্ণনা করা হয়েছে তার বাইরে ইউপি আইন, ২০০৯ এ ইউপির বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে ওয়ার্ড সভা এবং স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও কার্যক্রমের বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। ওয়ার্ড সভা মূলত পরামর্শক হিসেবেই কাজ করবে বলে মনে করা হয় (এর অন্যতম কারণ, ওয়ার্ড পর্যায়ে সিদ্ধান- বাস-বায়নের জন্য কোনো কর্মকৌশল আইনে রাখা হয়নি)।

অতীতে ইউপিগুলো মূলত ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রকল্প শনাক্ত করা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের শনাক্ত করায় ভূমিকা রেখেছে। ইউপি আইন (এবং পরিকল্পনা বিধিমালা যা এখন বাস-বায়নাধীন) অনুযায়ী ইউপিগুলো পরিকল্পনা প্রণয়নে আরও বেশি কৌশলগত ভূমিকা রাখবে। আশা করা হয় ইউপিগুলো অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা অনুশীলন করবে। এ ক্ষেত্রে একদিকে ওয়ার্ড সভা পর্যায়ের পরামর্শ সভায় উঠে আসা নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং অন্যদিকে বিভিন্ন খাতওয়ারী কমিটির মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সম্পর্কিত খাতের কর্মীদের এতে যুক্ত করা হয়। আশা করা হয় নির্বাচিত ইউপি সদস্যরা স্থায়ী কমিটিগুলোর কাজে ওয়ার্ড সভার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাবেন। ইউপি জিপি একটি ব্যাপক ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চালু করা এবং তা সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে।

৪.২ ইউপি জিপিতে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিস্তারিত

পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে ইউপিকে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের একটি আনুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে যাতে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়। এটা করার জন্য ইউপিগুলো বিভিন্ন সংগঠন গঠন এবং কাজে লাগানোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া নিশ্চিত করতে পারে। এর মধ্যে থাকবে পরিকল্পনা সমন্বয়বিষয়ক বিশেষ ইউপি সাব-কমিটি, ৯টি ওয়ার্ড সভা, ১৩টি স্থায়ী কমিটি, স্থানীয় এনজিও/সিবিওগুলো/সুশীল সমাজের সংগঠন এবং ইউপিতে ন্যস- করা ৭টি মন্ত্রণালয়ের ১১ জন কর্মকর্তা।

ইউপির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা তৈরি এবং অনুমোদনের মাধ্যমে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা শুরু করা যেতে পারে। এরপর থাকবে পরিকল্পনাটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য সম্পদের রেখাচিত্র তৈরি করা, একটি ইউপি তথ্যভাণ্ডার সমন্বয় করা, সম্পদ ম্যাপ ও পরিকল্পনা প্রস্তাবের জন্য তথ্যভাণ্ডার ব্যবহারের মাধ্যমে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজ। সম্ভাব্য সম্পদ ও বাজেটের বিপরীতে এসব পরিকল্পনার মধ্য থেকে অগ্রাধিকার বেছে নিতে হবে। সারবস' হিসেবে এই প্রক্রিয়া থেকে চারটি উপকরণ বের হয়ে আসবে:

১. একটি ইউপি তথ্য বই;
২. সম্পদের রেখাচিত্র ও এর তালিকা
৩. খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, সঙ্গে বাস-বধর্মী বাজেট
৪. একটি বাস-বধর্মী বার্ষিক বাজেট

এই চারটি বস' পেতে যে ধাপগুলো পার হতে হবে, তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নিচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ধাপ-১ স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কাজের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং ভূমিকাগুলো স্পষ্ট করা: ওয়ার্ড সভা, স্থায়ী কমিটি, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, এনজিও, সিবিও, সিএসও ও বেসরকারি খাতকে আউটপুট বা ফলাফল দেওয়ার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ও সক্রিয় করার জন্য পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি বা প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে (পিসিসি) সক্রিয় করতে হবে। সংশ্লিষ্ট খাত/বিষয়ে তথ্যভাণ্ডার তৈরি, সমন্বিত ইউপি তথ্য

বইয়ে তথ্য জোগান দেওয়া, উন্নয়ন লক্ষ্য ও ব্যয় বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা এবং কমিটির পর্যালোচনাধীন উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে এসসিগুলো যেন তাদের নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকাটি বুঝতে পারে, তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিতে হবে।

গ্রাম পুলিশ ও ইউপি সচিব ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করার জন্য ম্যান্ডেট প্রাপ্ত (ইউপি আইন, ২০০৯ এর শিডিউল-৩) অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও কর্মকর্তাকে কাজে লাগাতে হবে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। এসব কর্মকর্তা যাতে ইউপি কমপ্লেক্সে বসে কাজ করতে পারেন, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর-৭২, তারিখ ২৬/০৬/২০০৭)। ইউপির পরিকল্পনা ও বাজেট নিয়ে আলোচনা, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ এবং উন্নয়ন ইস্যু ও কর্মসূচিগুলোর অগ্রাধিকার ঠিক করার বিষয়ে নিজেদের ভূমিকা পালনের জন্য ওয়ার্ড সভাগুলোকে তাগিদ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। ইউপি তথ্যভাণ্ডার ও তথ্য বই তৈরি করা, যৌথ কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়নের পাশাপাশি এসসি ও ওয়ার্ড সভাগুলোর সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য এনজিও, সিবিও ও সিএসওগুলোর সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে ইউপি।

ধাপ-২ ইউপির তথ্যভাণ্ডার, তথ্য বই ও পরিকল্পনা লক্ষ্য প্রস্তুত করা: ইউপি তথ্যভাণ্ডার তৈরির লক্ষ্যে ইউপিগুলোকে একটি নকশা সরবরাহ করা দরকার হতে পারে। এই তথ্যভাণ্ডার থেকেই ইউপি তথ্য বই তৈরি করা যাবে। প্রতিটি বিষয়বস'র বিপরীতে তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় করার দায়িত্ব নির্দিষ্ট একটি এসসির ওপর থাকবে। সঙ্গে কাজ করবে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর। এরপর এই তথ্যগুলো সমন্বয়, পরিমার্জন ও চূড়ান্ত করবে পিসিসি। পাশাপাশি এসসিগুলো তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন এমন কাজের জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে পারে। ইউপি তথ্য বইয়ের জন্য একটি প্রসংহিত নমুনা ইউপি জিপি থেকে দেওয়া হবে। মৌলিক তথ্যের পাশাপাশি এই বইতে ভৌত অবকাঠামো, কৃষি, প্রাণিসম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ, সমাজকল্যাণ, নারী ও শিশু, ক্রীড়া, নিরাপত্তা ও খানাভিত্তিক তথ্য থাকবে।

ধাপ-৩ সম্পদের বিবরণ ও সম্পদ তালিকাভুক্ত করার প্রস্তুতি : এসসিগুলো ইউপি তথ্যভাণ্ডারের জন্য নিজ নিজ অংশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। অন্যদিকে পিসিসি ইউপির আয় ও ব্যয়ের ইতিহাস ও ধারা পর্যালোচনা করবে এবং সম্পদের একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করবে, যাতে বাস-বসন্বতভাবে পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করা যায়। ইউপি বাজেট নীতিমালা, ২০১১-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পদের তালিকা করতে হবে, যা শুধু বর্তমান আয় ও ব্যয়ের হিসাবের ভিত্তিতে তৈরি করা হবে না, বরং আগামী অর্থবছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবও বিবেচনায় নেবে। এই হিসাবে যেসব বিষয় ধরা হবে তার মধ্যে থাকবে বাইরের উৎস থেকে তহবিলের প্রবাহ, কর শিডিউল ও অন্যান্য স্থানীয় সম্পদ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এনজিওগুলোর প্রকল্প ব্যয়, সরকারের বিভাগগুলোর প্রকল্প ও কর্মসূচির ব্যয়, ইউনিয়নে বাস-বায়নাধীন জাতীয় প্রকল্পের ব্যয়, সংসদ সদস্যের (এমপি) অগ্রাধিকার খাতের ব্যয়, জেলা ও উপজেলা পরিষদের কর্মসূচি/প্রকল্প এবং প্রাকৃতিক সম্পদ। এই হিসাবের কাজ করার জন্য, ইউপি সচিব, ইউপির বিভিন্ন বিভাগের এগারোজন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট এসসিগুলো, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের (যেমন- পিআইও, ইউএনও, নারীবিষয়ক কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ইত্যাদি) সহযোগিতা কাজে লাগাবে পিসিসি। সম্পদের তালিকাভুক্তি ও তহবিল প্রবাহের পূর্বাভাস ইউপির জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাস-বানুগ বাজেট তৈরিতে পিসিসিকে সাহায্য করবে। সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করার কাজটি প্রথম ধাপে কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তবে এটা পরিষ্কার যে, পরের বছরগুলোতে এই কাজ অনেক সহজ ও নিয়মবদ্ধ হয়ে যাবে।

ধাপ-৪ খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস-বধর্মী বাজেট প্রণয়ন: এসসিগুলো থেকে পরিকল্পনা প্রস্তাব সংগ্রহ করে সেগুলোর ভিত্তিতে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নথি তৈরির কাজে নেতৃত্ব

দেবে পিসিসি। সম্পদ তালিকা বিবেচনায় নিয়ে, পিসিসি সম্পদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করবে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাস-বধর্মী বাজেট প্রস্তুত করবে, যা পুরোপুরি একই রেখায় থাকবে। বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট নথি ইউপিএর একটি বিশেষ বৈঠকে তুলে ধরা হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে খসড়াটি অনুমোদন করে নয়টি ওয়ার্ড সভায় বিলি করা হবে। ওয়ার্ড সভাগুলো খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট নিয়ে শুনানি করবে এবং প্রতিক্রিয়া জানাবে। পাশাপাশি নতুন প্রস্তাব থাকলে তা যুক্ত করবে। এসসিগুলোকে সঙ্গে নিয়ে পিসিসি প্রস্তাবগুলো আবার যাচাই করে দেখবে এবং ওয়ার্ড সভা থেকে আসা প্রস্তাবগুলোর ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করবে। সংশোধিত খসড়াটি আবার ইউপি সভায় অনুমোদনের জন্য তোলা হবে। ওই উন্মুক্ত বৈঠক থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে কাটাছেঁড়া শেষে ইউপি এটা চূড়ান্ত করবে। পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরির জন্য বর্তমানের নীতিমালা চলতি কাজের জন্য। এলজিইডির তরফ থেকে পরিকল্পনা ও বাজেট বিধিমালা পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করার পর তা সংশোধন করতে হবে। ইউপি বাজেট প্রস'তের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য পরিমাপকগুলো ইউপি আইনের ৫৭ ধারায় নির্দিষ্ট করা মাপকাঠির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৪.৩ মঞ্জুরির জন্য যোগ্য কার্যক্রম

ইউপিজিপি/ইপিবিজির আওতায় যোগ্য কার্যক্রম (অর্থাৎ এ মঞ্জুরি থেকে যেসব কার্যক্রমে অর্থায়ন করা যায়) প্রায় এলজিএসপি-২/বিবিজি এবং পিবিজির মতোই। বিবিজি/পিবিজি যেখানে অর্থায়ন করতে পারে, ইপিবিজিও সেখানে অর্থায়ন করতে পারবে। একইভাবে বিবিজি/পিবিজির অধীনে যা অনুমোদনযোগ্য নয়, ইপিবিজির অধীনেও তা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

টেক্সট বক্স ৪.২: বিবিজি/পিবিজি ও ইপিবিজির আওতায় বরাদ্দ যোগ্য কার্যক্রম

বিবিজি ও ইপিবিজিতে বরাদ্দ করা তহবিল (কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ছাড় করা ইউপির স্বৈচ্ছাধীন উন্নয়ন তহবিল) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ইউপিগুলোর ওপর অর্পিত যেকোনো কাজ বা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে।

এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে নিম্নলিখিত ব্যয়। এগুলো কোনোভাবেই করা চলবে না:

- বিবিজি/ইপিবিজি ইউপি সদস্য বা এর কর্মীদের কোনো ধরনের বেতন, ভাতা বা অন্য কোন সুবিধা খাতে ব্যবহার করা যাবে না।
- এই তহবিল ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচিসহ কোনো ধরনের আর্থিক সেবা কর্মসূচির জন্য ব্যবহার করা যাবে না, যদি ঋণগ্রহীতা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি অলাভজনক উদ্যোগ হয়।
- এই তহবিল এমন কোনো কর্মসূচিতে ব্যবহার করা যাবে না যেগুলোর সামাজিক/পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।
- এই তহবিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মসূচির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।
- ইউপি ভবন, আসবাব ও উপকরণ বা পরিবহনের জন্য যানবাহন কেনায় জন্যও এই তহবিল ব্যবহার করা চলবে না।
- সাধারণভাবে, বিবিজি/পিবিজি/ইপিবিজি তহবিল শুধু এমন কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাবে যেগুলোর বৈশিষ্ট্য 'পাবলিক' বা 'গণ'। 'ব্যক্তিগত' ক্ষেত্রে করা যাবে না।

যোগ্য কার্যক্রমের উদাহরণগুলো হলো:

স্বাস্থ্য	পরিবহন
<ul style="list-style-type: none"> স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ/পুনর্বাসন। স্বাস্থ্য সচেতনতা, জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রচারণা কর্মসূচি বা অনুষ্ঠান। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপকরণ। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে দরিদ্র মানুষদের জন্য মৌলিক চিকিৎসা উপকরণের সরবরাহ ঠিক রাখতে চলমান তহবিলের ব্যবস্থা করা খণ্ডকালীন কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মীদের ভাতা পরিশোধ 	<ul style="list-style-type: none"> গ্রামের কাঁচা রাস-া নির্মাণ/সংস্কার। কালভার্ট স'াপন। সাঁকো নির্মাণ। গ্রামের কাঁচা রাস-াগুলোর জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা রাখা। যাত্রী ছাউনি নির্মাণ। <p>কৃষি ও বাজার</p> <ul style="list-style-type: none"> গবাদিপশুর টিকা দেওয়ার ঘের নির্মাণ। বাজারের ছাউনি নির্মাণ।

<p>শিক্ষা</p> <ul style="list-style-type: none"> • প্রাক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের পুনর্বাসন (যদি নিবন্ধিত হয় এবং বাংলাদেশের সংবিধানের (ধারা#২৮(১)) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়) • প্রাক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব ক্রয়। স্ব শিক্ষা উপকরণ ক্রয় (বই ইত্যাদি)। • শিক্ষা সচেতনতা কর্মসূচি। <p>পয়গনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা</p> <ul style="list-style-type: none"> • স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য ১০ বছরের বন্যা সীমার চেয়ে উঁচুতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ • স্বাস্থ্য সম্মত গণ-পয়ঃব্যবস্থা বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি • বায়োগ্যাস সেবা 	<ul style="list-style-type: none"> • সেচ সুবিধা পুনর্বাসন/স'াপন। • উন্নত চাষাবাদ কৌশল নিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। <p>প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা</p> <ul style="list-style-type: none"> • সামাজিক বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম। • ভাঙন নিরোধক স্থাপনা নির্মাণ। • এনআরএম বিষয়ক প্রশিক্ষণ <p>মানবসম্পদ উন্নয়ন</p> <ul style="list-style-type: none"> • হতদরিদ্রদের আইজিএ প্রশিক্ষণ • দরিদ্র ও বেকার যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ • পল্লীর দরিদ্রদের জন্য আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি) প্রশিক্ষণ
--	---

বর্ধিত সূচকগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইউপিজিপির লক্ষ্য সেবা সরবরাহমুখী ব্যয় উৎসাহিত করা, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি ও পয়গনিষ্কাশনের মত সামাজিক খাতে ব্যয়, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনেও অবদান রাখবে। সমানভাবে, ইউপিজিপি চায় দরিদ্রদের জন্য অনুকূল পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করতে, যে পরিকল্পনা বিশেষ করে দরিদ্র ও তুলনামূলকভাবে অসহায় জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে গুরুত্ব দেবে।

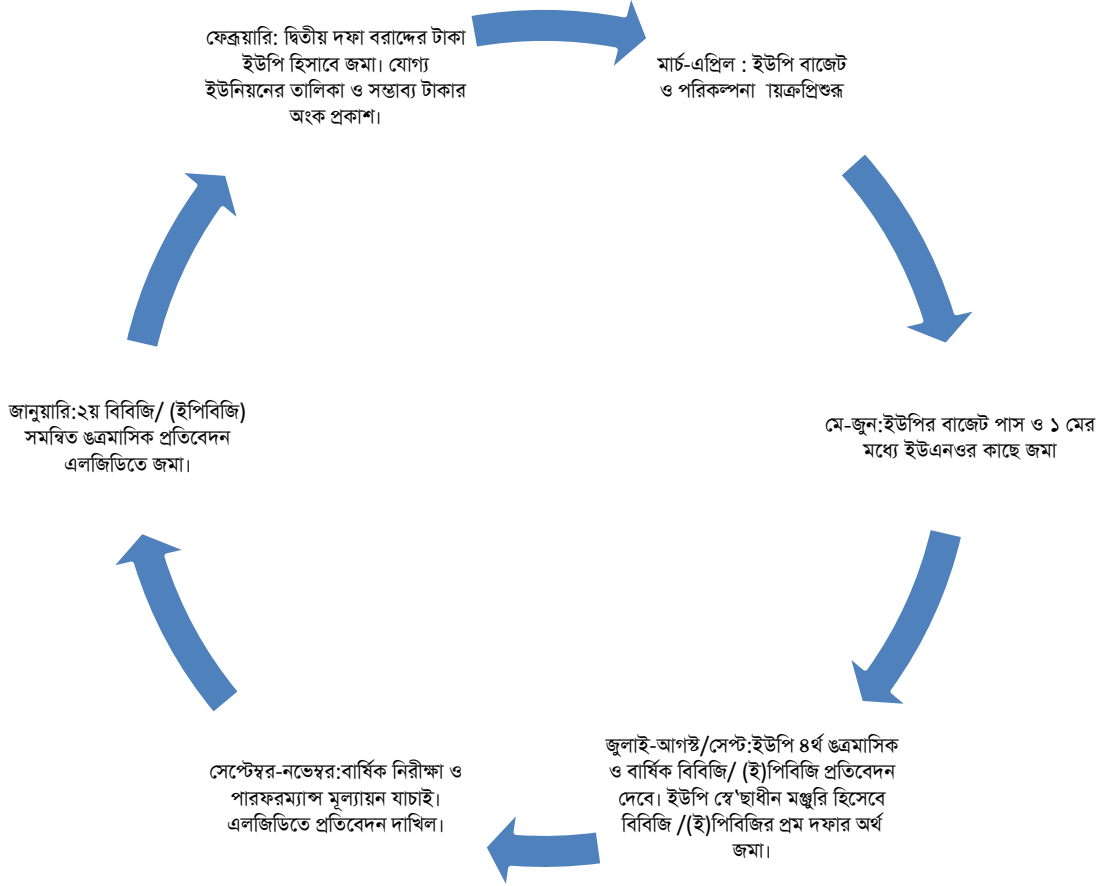
যদিও ইউপিজিপি সামাজিক খাত বা দারিদ্র্যসংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করেনি, তার পরও এটা এ ধরনের বিনিয়োগকে 'সুশাসনের' প্রমাণ হিসেবে মনে করে। তাই যে ইউপিগুলো এমডিজি খাতে বিনিয়োগের উদ্যোগ নেয় এবং দারিদ্র্য রূপরেখার ভিত্তিতে পরিকল্পনা করে, তারা বার্ষিক মূল্যায়নে অতিরিক্ত পয়েন্ট পাবে (সম্প্রসারিত সূচকের গুচ্ছ) এবং এ কারণেই পরবর্তী বছরের জন্যও আরও বেশি বরাদ্দ পাবে।

৪.৪ সমন্বিত 'উন্নয়ন তহবিল' এর জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া

ইপিবিজি মঞ্জুরি যেহেতু 'ইউপি'র স্বৈচ্ছাধীন উন্নয়ন তহবিল' এর মোট অর্থের একটি অংশ, সেহেতু এটা ব্যবহারের জন্য আলাদা কোনো পরিকল্পনা বা বাজেট প্রক্রিয়া নেই। পরিকল্পনা বিষয়টি ইপিবিজির জন্য (পাশাপাশি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন দাখিল। নিচে দেখুন) পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন দাখিল প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি বিবিজি/পিবিজির জন্যও প্রযোজ্য। বস'ত, বিবিজি/পিবিজির জন্য যে পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন দাখিল প্রক্রিয়া (এলজিএসপি-২/অপারেশন ম্যানুয়েল এ যেভাবে বলা হয়েছে) তা ইউপির স্বৈচ্ছাধীন উন্নয়ন তহবিলের জন্যও প্রযোজ্য, যার মধ্যে বিবিজি/পিবিজি এবং ইপিবিজি দুটোই রয়েছে।

এ কারণে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় ইপিবিজির জন্য ধাপগুলোও জাতীয় বিবিজি/পিবিজি ব্যবস্থা র মতো একেবারে একই ধরনের অথবা অবিচ্ছেদ্য (ছবি ৪.১ দ্রষ্টব্য)।

ছবি ৪.১: বিবিজি/ইপিবিজি সমন্বিত সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা চক্র



৫. নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ

৫.১ ইউনিয়ন পরিষদ এবং রাজস্ব সংগ্রহ

বাধ্যতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদগুলো তিনটি উৎস থেকে আয় করে:

- রাজস্ব আয় (নিজস্ব উৎসের আয় হিসেবেও পরিচিত)
- সরকারি বরাদ্দ
- অন্যান্য উৎস

ইউপি আইনের ৬৫ ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের কর আরোপের বিষয়ে বলা হয়েছে (ইউপি আইনের ৪র্থ শিডিউলে করের ১৩টি খাত বর্ণনা করা হয়েছে)। সরকারি বরাদ্দ (যা রাজস্ব আয়ের একটি অংশ এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে ছাড় করা বরাদ্দের সমন্বয়ে গঠিত) ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদের একটি বড় অংশ। তবে স্থানীয় আয় সংগ্রহ ও তা ব্যবহার করার বিবেচনায় ইউনিয়ন পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ইউপি পরিচালনা নির্দেশিকার ৩.৩.২ ধারায় এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

নিজস্ব আয় বাড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এলজিডি'র কাছে একটি সূচক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বিষয়টিকে পারফরম্যান্সভিত্তিক বরাদ্দের মূল্যায়নেও একটি মূল সূচক হিসেবে অন-ভুক্ত করা হয়েছে। এই কাজ কতোটা তাৎপর্যপূর্ণ, তা ইউপি নির্দেশিকায় দেওয়া ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে। ইউপিগুলো কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহের কাজ করতে পারে তা এতে বোঝানো হয়েছে (ছবি ৫.১)। সামপ্রতিক বছরগুলোতে হোল্ডিং ট্যাক্স রাজস্ব আয় বাড়ানোর একটি বড় উৎসে পরিণত হয়েছে।

ছবি ৫.১ হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ



৫.২ নিজস্ব আয় সংগ্রহের ধাপগুলো

ইউনিয়ন পরিষদগুলো আয় সংগ্রহের জন্য সাধারণত যে পদক্ষেপগুলো নিয়ে থাকে, সেগুলো ইউপি পরিচালনা নির্দেশিকায় (ধারা ৩.৩.২) উল্লেখ করা আছে। সেখানে নিচের পদক্ষেপগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

- সম্ভাব্য আয়ের উৎস চিহ্নিত করা এবং বিজ্ঞপ্তি জারি করা
- আয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ নিয়ে যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং আপিলের সুযোগ দেওয়া
- পদ্ধতিগতভাবে আয় সংগ্রহ করা
- ইউপির পাওনা কর এবং অন্যান্য রাজস্ব আদায়কে উৎসাহিত করা
- খেলাপীদের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ
- ইউপির আয় হবে এমন কার্যক্রম চিহ্নিত ও তা বাস-বায়ন করা

সামপ্রতিক বছরগুলোতে আয় সংগ্রহের পদ্ধতির উন্নয়নে নেওয়া পাইলট প্রকল্পগুলো থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা এক জ্ঞানের ভাণ্ডার তৈরি করেছে। এ জ্ঞানের ভিত্তিতে দেশের ইউপিগুলোতে সামর্থ্য বাড়ানোর কার্যক্রম চালু করা যায়। একই সঙ্গে তা নতুন পাইলট উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করবে।

৫.৩ রাজস্ব ভিত্তি বিস্তৃত করা

ইউপি আইনে ইউপিকে শুল্ক, রেট, টোল, ফি ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিডিউল ৪ এ এটি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। আইনের ৬৫ ধারায় এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মডেল ট্যাক্স শিডিউলের

(ধারা ৬৬) মাধ্যমে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই ম্যাডেট কাজে লাগানোর দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের।

নিজস্ব আয় বাড়ানোর প্রথম পদক্ষেপ হলো ইউপি আইনের শিডিউল ৪ এ উল্লেখ করা রাজস্ব সংগ্রহের সব সংশ্লিষ্ট খাত পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়িত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করা। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে এটাও মূল্যায়ন করতে হবে যে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর/টোল/ইত্যাদি দেওয়ার কথা এবং ইউপির যেসব সম্পদ থেকে রাজস্ব আসার কথা, তা চিহ্নিত এবং তালিকাভুক্ত করা হয়েছে কি না। এই ম্যাডেটটি বাস-বায়নে ইউপিকে প্রথমে পদ্ধতিগতভাবে সম্পদের নিবন্ধন তালিকা হালনাগাদ করতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে কোনটি থেকে আয় সংগ্রহের আশা রয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে। এর পরের ধাপে যেসব হোল্ডিং, ব্যবসা উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ইউপিকে কর/টোল ইত্যাদি দেওয়ার নিয়ম তাদেরকে তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন। ইউপি ও স্থায়ী কমিটিকে এ কাজে সক্ষম করে তুলতে ইউপি জিপি দরকারি নীতিমালা, নির্দেশনা ও উপকরণ তৈরিতে সহায়তা দেবে। ইউপি জিপির মাধ্যমে নির্দিষ্টসংখ্যক ইউপি সদস্যের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে সহায়তা করবে।

৫.৪ রাজস্ব আয়ের সঠিক মূল্যায়ন

রাজস্ব চাহিদা পূরণের ম্যাডেট বাস-বায়নে ইউপি উল্লেখযোগ্য রকম স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। আগের গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে, এ কারণে ইউপিগুলোর মধ্যে নিম্ন হারে শুল্ক/কর ধার্য করার প্রবণতা রয়েছে। তাতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণও কমে যায়। এ বিষয়ে ইউপিগুলোকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা দিয়ে তাদের দক্ষতার উন্নতি ও নিজস্ব আয় বাড়ানো সম্ভব, যা স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং এলাকার মানুষকে অবশ্যই আরোপিত করের হার সম্পর্কে জানাতে হবে। ইউপি পরিচালনা নির্দেশিকায় (ধারা ৩.৩.২) বলা আছে মূল্যায়ন অবশ্যই জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। এতে জনসাধারণ তাদের ওপর আরোপিত হার সঠিক কি না শুধু সেটাই বুঝবে না, কোথাও অযৌক্তিকভাবে নিম্ন হারে কর আদায় করা হচ্ছে কি না, তাও জানতে পারবে। কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন নিয়ে নাগরিকদের অভিযোগ বা ক্ষোভ থাকলে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সে বিষয়টি দেখতে হবে ইউপিকে (ইউপি আইনের ধারা ৬৯)।

ইউপি পরিচালনা নির্দেশিকা কর মূল্যায়নের জন্য ইউপিকে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে স্ব-মূল্যায়ন, মূল্যায়নকারী নিয়োগ এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের আলোচনা। এই কাজে ওয়ার্ড সভা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই ফোরামের মাধ্যমে ইউপি স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখোমুখি হতে পারে। ওয়ার্ড সভা প্রদেয় করের পরিমাণ, নির্ধারিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং সময়মতো কর পরিশোধের বিষয়ে এলাকাবাসীর সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

কর মূল্যায়নের বিবরণ প্রকাশ করা হলে এলাকাবাসী তা নিরীক্ষা করার সুযোগ পায় এবং কোনো ধরনের অসঙ্গতি থাকলে তা নজরে আনতে পারে। মূল্যায়নের বিষয়ে কোনো ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে নাগরিকেরা কী পদক্ষেপ নিতে পারে এবং ইউপি থেকে কী ধরনের চাহিদা তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে ওয়ার্ড সভা। ইউপি ও স্থায়ী কমিটিকে এই কাজে সক্ষম করে তুলতে দরকারি নির্দেশনা ও উপকরণ তৈরি করে দেবে ইউপি জিপি। নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক ইউপি সদস্যের দেওয়া প্রশিক্ষণেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেখা হবে।

৫.৫ সুসংগঠিত রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি

অন্য কোনো ধরনের নির্দেশনা না থাকলে ইউপি আইনের ম্যাডেট অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে এবং করদাতাদের (ধারা ৬৮) আনুষ্ঠানিক রশিদ দিতে হবে। কর পরিশোধ পরিসিঁতি

জানার জন্য কর পাসবই ব্যবহার করতে হবে। রাজস্ব আদায় ক্যাশ বইয়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং নিয়মিত ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।

ইউপিজিপি আদায়যোগ্য রাজস্বের হিসাব রাখতে সহজ উপকরণ তৈরি করে দিয়ে এবং চাহিদা লেজার ব্যবহার করার পাইলট প্রকল্প নিয়ে ইউপিগুলোকে সাহায্য করবে। চাহিদা লেজার সম্পদ রেজিস্ট্রারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই প্রকল্প স্থায়ী কমিটিগুলোকে একটি সরল রাজস্ব সংগ্রহ কার্যক্রম অনুসরণ কৌশল তৈরিতেও সাহায্য করবে। এতে বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে এবং আগের বছরে সংগৃহীত রাজস্ব আয়ের তুলনা করার সুযোগ থাকবে। এই নিরীক্ষা ওয়ার্ড সভাগুলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওয়াকিবহাল থেকে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

৫.৬ সময়মতো রাজস্ব সংগ্রহ উৎসাহিতকরণ

সামপ্রতিক বছরগুলোতে সরকার ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কর এবং অন্যান্য ফি পরিশোধে জনগণকে উৎসাহিত করতে পদক্ষেপ জোরদার করেছে। এ-সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক। আর ইউপি ম্যানুয়েলে (ধারা ৩.৩.২) নিয়মিত ও গুরুত্বপূর্ণ করদাতাদের সম্মানিত করার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে তা হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজস্ব প্রযোজ্য, সে-সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের জানানো।

ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে যেসব ভালো কাজ ও উদ্ভাবন পাওয়া যায়, ইউপিজিপি তা নথিভুক্ত করবে এবং সম্ভব হলে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সারা দেশে তার অনুকরণ করার চেষ্টা করবে।

৫.৭ খেলাপীদের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের উদ্যোগ

ইউপি আইনে কর/টোল/ফি/ইত্যাদি পরিশোধকে জনগণের চাহিদা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং বকেয়া আদায়ে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। আইনের ৬৮ ধারায় বলা হয়েছে, বকেয়া কর, শুল্ক, টোল বা ফি আদায়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদিত যেকোনো সদস্য বা কর্মকর্তা নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় যেকোনো পণ্য জন্ম ও বিক্রি করতে পারবে। সরকার বকেয়া কর, শুল্ক, টোল, ফি বা অন্য অর্থ আদায়ের জন্য এই আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন অস'ার সম্পদ জন্ম বা বিক্রি করার ক্ষমতা দিতে পারে ইউনিয়ন পরিষদকে।

এ ক্ষেত্রে ইউপিজিপির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হবে খেলাপীদের পদ্ধতিগতভাবে শনাক্ত করা এবং বকেয়া পরিশোধে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ইউপির অন্য বাসিন্দাদের যুক্ত করায় পরিষদকে সাহায্য করা। হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহে ইতিমধ্যেই ইউনিয়ন পরিষদের নেওয়া কঠোর পদক্ষেপের নিরিখে (ছবি ৫.১ এ চিহ্নিত) ইউপিজিপি এখন শুধু খেলাপীদের সময়মতো শনাক্ত করা ও বকেয়ার বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে একটি কৌশল তৈরিতে সাহায্য করবে।

৫.৮ ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের লক্ষ্যে নেওয়া কার্যক্রম

ইউপি অপারেশন ম্যানুয়েলে (ধারা ৩.৩.২) ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নিজস্ব আয়ের সম্ভাব্য উপায়গুলোর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখানে যেসব উপায়ের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগি পালন। পাশাপাশি বাজার গড়ে তোলা। এ ধরনের কোনো উদ্যোগ শুরু করার প্রথম পদক্ষেপটি হচ্ছে জমি বা সম্পদ চিহ্নিত করা, যা এ ধরনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ইউপি হয় সরাসরি এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নয়তো বা এলাকাবাসীর কাছে একটি স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ওই জমি বা সম্পদ ইজারা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

ইউপিজিপি ইতিপূর্বে গৃহীত এ ধরনের উদ্যোগগুলোর ফলাফল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। এরপর নির্দিষ্ট কিছু ইউপির সঙ্গে সহজ কিন' পরিমাপ করা যায় এমন একটি কৌশল বের করবে। এই অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করা হবে এবং দেশজুড়ে অনুকরণের জন্য ইউপিগুলোর সঙ্গে আদান-প্রদান করা হবে।

৬. মঞ্জুরির আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৬.১ মৌলিক ব্লক গ্র্যান্টস হিসাব

বিবিজি/পিবিজি এবং ইপিবিজির অধীনে যেসব তহবিল আছে সেগুলো ইউপির উন্নয়ন হিসাবে (যাকে অনেক সময় বিবিজি/পিবিজি নির্ধারিত হিসাব হিসেবেও বলা হয়ে থাকে) রাখা হবে। এই সবগুলো তহবিল যেহেতু 'ইউপি স্বতন্ত্র উন্নয়ন তহবিল'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ সেহেতু সেগুলো একই এবং একটিমাত্র ইউপি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে। এ ছাড়া এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা হবে ছবছ বিবিজি/পিবিজির জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা ও ব্যবস্থা র আওতায়।

৬.২ ইউপিগুলোতে মঞ্জুরি বরাদ্দ

জাতীয় পর্যায়ে (এবং পরিচালনাগত কারণে) বিবিজি/পিবিজি এবং ইপিবিজি তহবিল আলাদা ব্যাংক হিসাবে রাখা এলজিডি কর্তৃপক্ষ। এর ফলে বিবিজি/পিবিজি তহবিল ও ইপিবিজি তহবিল দুই দফায় আলাদাভাবে ইউপি ব্যাংক হিসাবে আসতে পারে। ইউএনডিপি/ইউএনসিডিএফ ও বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় এলজিডি উদ্যোগ নেবে যাতে দুটো বরাদ্দই ইউপি হিসাবে একই সময়ে পৌঁছায়।

প্রতি অর্থবছরে ইপিবিজির জন্য তহবিল ছাড় (যেমনটি বিবিজি/পিবিজির জন্যও) করা হবে আগস্ট ও ফেব্রুয়ারি মাসে। কোনো ইউপির বরাদ্দ ছাড় করার আগে, এলজিডির হাতে শেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন পৌঁছানো উচিত (যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রানি-কের)। এই প্রতিবেদনগুলোর গ্রহণ এবং অনুমোদন তহবিল হস-োন-রের একটি শর্ত। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে সবশেষ (ভৌত ও আর্থিক) অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে না পৌঁছালে, মানসম্পন্ন না হলে অথবা অপরিপূর্ণ ও অসন্তোষজনক তথ্য থাকলে, এলজিডি পরবর্তী অর্থ ছাড় আটকে দিতে পারে।

৬.৩ হিসাব নিরীক্ষা বা অডিট

ইপিবিজি ইউপির সমন্বিত বিবিজি/পিবিজি উন্নয়ন তহবিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ইপিবিজির নিরীক্ষা করা হবে বার্ষিক নিরীক্ষার একটি আবশ্যিক অংশ হিসেবে, যার অর্থায়ন হবে এলজিএসপি-২-এর অধীনে। এটি করা হবে বার্ষিক পারফরম্যান্স মূল্যায়নের সঙ্গে একই সময়ে।

৬.৪ প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা (উর্ধ্বমুখী দায়বদ্ধতা)

ইপিবিজির জন্য প্রতিবেদন তৈরি করার কাজটি করতে হবে বিবিজি/পিবিজির জন্য প্রতিবেদন তৈরি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই। ইউনিয়ন পরিষদ অপারেশন ম্যানুয়েলে যা বলা হয়েছে। সুতরাং, ইউপিগুলোর জন্য বিবিজি/পিবিজি ও ইপিবিজি নিয়ে একটিমাত্র সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করার বাধ্যবাধকতা থাকবে। এ প্রতিবেদন তৈরি করা হবে বিবিজি/পিবিজির জন্য সরকারের নির্দিষ্ট করে দেওয়া নিয়মনীতি অনুসরণ করে। এলজিএসপি-২ এবং ইউপিজিপি একসঙ্গে মিলে একটি 'এম অ্যান্ডই' (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন) ব্যবস্থা তৈরি করবে। এটি তৈরি করা হবে এ নীতির ভিত্তিতে যে অভিন্ন একটি কাঠামো ব্যবহার করা হবে এবং কোনো আলাদা প্রতিবেদন তৈরির দরকার হবে না। তবে কোনো এক সময়ে ইউপিজিপির হয়তো অতিরিক্ত কিছু তথ্য দরকার হতে পারে, এর ব্যাপকতর লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে। তা দেওয়া হবে ওই একই ফরমের মাধ্যমে। তবে সব না হলেও এর বেশির ভাগ তথ্যই পাওয়া যাবে বর্ধিত পারফরম্যান্স সূচকের মাধ্যমে যার পরিমাপ হবে বার্ষিক মূল্যায়নের সময়।

পরিশিষ্ট ১: স্কোর কার্ড বর্ষিত পারফরম্যান্স সূচকের সেট - পরিমাপ ও স্কোর - ইউপিজিপি জেলাসমূহ

পারফরম্যান্সের খাত	পারফরম্যান্সের মাপকাঠি / সূচক	অর্জন করার পয়েন্ট	যাচাইয়ের উপায়	স্কোর
১. পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন (সর্বোচ্চ পয়েন্ট: ২৪, যার মধ্যে ৯ জাতীয় সেটে)				
১.১ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	একটি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং/বা তিন বছর মেয়াদি 'রোলিং মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনার' (সিআইপি) অসি-তু	৪ পয়েন্ট	পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করুন এবং পরীক্ষা করুন এটি সময়সীমার মধ্যে রয়েছে কি না। পরিকল্পনার বিষয়বস' খতিয়ে দেখুন। পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ইউপির তৈরি বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র পরীক্ষা করুন। একটি তিন বছর মেয়াদি সিআইপি আছে কি না পরীক্ষা করুন *)
১.২ সময়মতো বার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি	মে মাসের শেষ নাগাদ ইউএনওর কাছে চূড়ান্ত পরিকল্পনা ও বাজেট তুলে ধরা।	২ পয়েন্ট	জমাদানের চিঠি এবং পরিকল্পনা ও বাজেটের অসি-তু পরীক্ষা করুন। *)
১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনায় খরচের মাত্রা	উন্নয়ন বাজেটের সঙ্গে বছর শেষে প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনা (বাস-বায়নের পর্যায়)	৯০% এর বেশি: ৩ পয়েন্ট ৮০% এর বেশি: ২ পয়েন্ট ৮০% এর কম: ০ পয়েন্ট	বাজেট এবং অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করুন। *)
১.৪ নারীর অংশগ্রহণ	ইউপি পর্যায়ে পরিকল্পনা সভাগুলোতে নারীর অংশগ্রহণের প্রমাণ এবং প্রকল্পগুলোর ৩০% এর গুরুত্ব দেওয়া হবে যেখানে নারী মূল/অধিকাংশ সুবিধাভোগী (সরাসরি)।	৩ পয়েন্ট	ইউপিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপের সারসংক্ষেপ থেকে এ বিষয়ে ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত-গুলো পর্যালোচনা করুন। নারীদের বলার সুযোগ ছিল, তা নিশ্চিত হতে নারী সদস্যদের সঙ্গে কথা বলুন। নারীদের চাহিদা বিবেচনায় রাখা হয়েছে- নিশ্চিত হতে জেডারবিষয়ক পরিকল্পনা/বাজেট করা হয়েছিল কি না পর্যালোচনা করুন।
১.৫ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্য ঠিক করা	ইউপির আছে: ক) (বার্ষিক) দারিদ্র্য হ্রাসকরণের একটি কর্মসূচি চালানো, দারিদ্র্যপীড়িত খানার তালিকা এবং/বা সামাজিক/অর্থনৈতিক তালিকাভুক্তি ইত্যাদি এবং খ) পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এই তথ্যগুলোর ব্যবহার এবং/বা সম্পদের বরাদ্দের ক্ষেত্রেও (সামাজিক নিরাপত্তা জাল কর্মসূচির লোকেরাও এর অন-র্ভুক্ত) এবং গ) বার্ষিক ব্লক বরাদ্দের কমপক্ষে ৩০% সুনির্দিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবহার করা (তালিকাভুক্তি থেকে)।	৫ পয়েন্ট: যদি তথ্য সহজলভ্য হয় এবং দরিদ্রদের (ক, খ, গ) বিবেচনায় নিয়ে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রমাণ থাকে ৩ পয়েন্ট: যদি তথ্য সহজলভ্য হয় এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে (ক+খ) ব্যবহার করা হয়, কিন' সরাসরি লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যবহারের বিষয়ে প্রমাণ না থাকে। ২ পয়েন্ট: দারিদ্র্য নকশা করা হয়েছে (ক),	দারিদ্র্য নকশার অসি-তু বা প্রোফাইল এবং পরিকল্পনা করার প্রক্রিয়ায় সেগুলো ব্যবহারের প্রমাণ দারিদ্র্য নকশার পর্যালোচনা এই নকশার বিপরীতে পরিকল্পনা যাচাই।

পারফরম্যান্সের খাত	পারফরম্যান্সের মাপকাঠি / সূচক	অর্জন করার পয়েন্ট	যাচাইয়ের উপায়	স্কের
		কিন' আর কোনো কার্যক্রম নেই।		
১.৬ এমডিজি পরিকল্পনা	পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (এবং/বা সিআইপি) সঙ্গে মূল এমডিজি খাতগুলোর (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন) যোগসূত্র ও বর্ণনা রয়েছে।	৩ পয়েন্ট	পরিকল্পনা ও বিষয়বস' পর্যালোচনা করুন।
১.৭ বার্ষিক পরিকল্পনা নথির মান	ইউপি বার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো রয়েছে: ক. তথ্য-প্রোফাইল ও ভৌত ম্যাপিং, খ. ইউপিতে দারিদ্র্য ইস্যুগুলোর বিশ্লেষণ, দরিদ্রদের সংখ্যার তথ্য, দারিদ্র্যপীড়িত খানাগুলোর বর্ণনা ইত্যাদি তথ্যসংবলিত। গ. ইউপিতে জেডার ইস্যুর বিশ্লেষণ ঘ. ইউপিতে পরিবেশ ইস্যুর বিশ্লেষণ (বর্জ্য, বন, জনসংখ্যা হ্রাসে উদ্যোগ ইত্যাদি)	৪টির সব কটি শর্ত পূরণ হয়েছে: ৪ পয়েন্ট ৪টির মধ্যে ৩টি: ৩ পয়েন্ট ৪টির মধ্যে ২টি: ২ পয়েন্ট ৪টির মধ্যে ১টি: ১ পয়েন্ট	ইউপির বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং এতে দারিদ্র্য বিষয়ে তথ্য ও বিশ্লেষণ আছে কি না দেখা।
২. ইউপি ব্যয়/আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক প্রতিবেদন জমা দান (সর্বোচ্চ পয়েন্ট: ১৫ যার মধ্যে ১০ জাতীয় সেটের)				
২.১ সম্পদ ব্যবস্থাপনা	স'াবর অর্থ/সম্পদ যথাযথভাবে দেখভাল করা হচ্ছে এবং হালনাগাদ করা হচ্ছে ইউপি অর্থ/সম্পদ তালিকায় যথা- কম্পিউটার ইত্যাদি এবং এদের দাম। সম্পদের রেজিস্ট্রি তৈরি এবং হালনাগাদ করা হয়েছে।	২ পয়েন্ট	স'াবর সম্পদের বইয়ের পর্যালোচনা। *)
২.২ বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনের অ্যাকাউন্টিং/বুককিপিং	ক্যাশ বই হালনাগাদ করা আছে/বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে	২ পয়েন্ট	নগদান বইয়ের পর্যালোচনা *)
২.৩ ব্যাংকে থাকা অর্থ	ব্যাংকের ঋণ/ঘাটতি হালনাগাদ করা হয়েছে (এক মাসের মধ্যে)	২ পয়েন্ট	ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও নগদান বইয়ের পর্যালোচনা প্রতি মাসে করা উচিত *)
২.৪ ক্রয়	৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ক্রয় পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়েছে, ক্রয় নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে	২ পয়েন্ট	পরিকল্পনা যাচাই করা + নমুনা কেসের ক্ষেত্রে দরপত্রের জন্য দরপত্র বোর্ডের গঠন, অনুশীলন যাচাই করুন। *)
২.৫ অডিট জিজ্ঞাসা	অডিট জিজ্ঞাসার ঘোষণা এবং আগের বছরের অডিটের চাহিদা ১০০% মীমাংসা করা হয়েছে (যদি থাকে)। আগের বছরের অডিটে যদি কোনো জিজ্ঞাসা তৈরি না হয়, সে ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ পয়েন্ট (২ পয়েন্ট)। নোট: 'পরিস্কার অডিট' এরই মধ্যে একটি প্রবেশের শর্ত, তবে এ ধরনের আরও ইস্যু থাকতে পারে যা ঠিক করতে হবে।	২ পয়েন্ট	অডিট জিজ্ঞাসা নজরে আনা হয়েছে, এ বিষয়ক নথিগুলো যাচাই করুন, স্কের: ০ *)
২.৬ ডাক রেজিস্ট্রি ও নথিভুক্তকরণ	চিঠি গ্রহণের রেজিস্ট্রি হালনাগাদ থাকতে হবে এবং ৩টি লেজারের একটি (হালনাগাদ) নমুনা থাকতে হবে	১ পয়েন্ট	লেজারের নমুনা এবং রেজিস্ট্রিভুক্ত চিঠিগুলো পর্যালোচনা করুন
২.৭ ট্যাক্স রেজিস্ট্রি	কর সংগ্রহ রেজিস্ট্রি হালনাগাদ।	২ পয়েন্ট	কর সংগ্রহ রেজিস্ট্রিগুলো পর্যালোচনা করুন
২.৮ সহায়ক নথিপত্রের ব্যবস্থাপনা	আয় ও ব্যয়ের ভাউচার হালনাগাদ ও নম্বর দিয়ে রাখা ইত্যাদি।	২ পয়েন্ট	আয় ও ব্যয়ের ভাউচার ও বইগুলো পর্যালোচনা করুন

পারফরম্যান্সের খাত	পারফরম্যান্সের মাপকাঠি / সূচক	অর্জন করার পয়েন্ট	যাচাইয়ের উপায়	স্কোর
৩. নিজস্ব উৎসের রাজস্ব আয়: উদ্যোগ ও পারদর্শিতা (সর্বোচ্চ পয়েন্ট: ১৮ যার মধ্যে ৬ জাতীয় সেটের)				
৩.১ আয় বাড়ানোর পর্যায়	ইউপিগুলোর আয় রেজিস্টারে উল্লিখিত নিজস্ব উৎসের রাজস্ব আয়, দুই বছর আগের চেয়ে গত অর্থবছরে বেড়েছে।/বছরভিত্তিক অগ্রগতি ব্র্যাকেট বন্দী	৪ পয়েন্ট: যদি >১০ % ৩ পয়েন্ট: যদি ৬-১০% ২ পয়েন্ট: যদি ৩-৫ %	ট্যাক্স রেজিস্টার, বাজেট ও অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করুন। এই মূল্যায়ন যদি ২০১১ সালের শরতে করা হয়, তাহলে ২০০৯/১০ অর্থবছরের সঙ্গে ২০১০/১১ অর্থবছরের তুলনা করুন ইত্যাদি। *)
৩.২ বাজেটে লক্ষ্য অনুযায়ী রাজস্ব আয়ের অর্জন	আগের অর্থবছরের বাজেটের বিপরীতে সত্যিকারের সংগৃহীত কর।	আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার ৯০% এর বেশি অর্জিত: ২ পয়েন্ট ৮০ % এর বেশি অর্জিত: ১ পয়েন্ট	কর মূল্যায়ন প্রতিবেদন, অ্যাকাউন্ট বই, বাস-ব কর সংগ্রহ রেজিস্টার এবং কর জমা দেওয়ার ব্যাংক স্টেটমেন্ট। খেয়াল রাখতে হবে আগের বছরের জমা থাকা করের অর্থ যেন যোগ করা না হয়। বাজেট পর্যালোচনা। *)
৩.৩ কর মূল্যায়ন	ক) প্রতি ৫ বছরে অন-ত একবার খানাগুলোতে কর মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং খ) হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়নের শ্রেণীভাগ/নীতিমালা নাগরিকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।	ক+খ: ২ পয়েন্ট শুধু ক) ১ পয়েন্ট	কর মূল্যায়ন নথি পর্যালোচনা করুন। যদি কর মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়, কিন' এখনো অনুমোদন পায়নি, সে ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ হয়েছে ধরা হবে, কারণ অনুমোদন ইউপির নিয়ন্ত্রণে নয়। কর মূল্যায়ন ফরমের পর্যালোচনা করুন। *)
৩.৪ যথাযথ হার (সর্বোচ্চ) ব্যবহার	করযোগ্য খানাগুলোয় কর মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং উচ্চপর্যায় পর্যন- (শীর্ষ পর্যায়) খানাগুলোর কর মূল্যায়ন করা হয়েছে।	৭%: ২ পয়েন্ট ৬%: ১ পয়েন্ট	কর মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ইউনিয়ন পরিষদগুলোর আগের অর্থবছরের সিদ্ধান্ত- এবং কর সংগ্রহ রেজিস্টার। *)
৩.৫ করখেলাপীদের বিষয়ে ব্যবস্থা	ক) করখেলাপি ইত্যাদি- খেলাপীদের নিয়মিত ফলোআপ করার ব্যবস্থা এবং আইনি ব্যবস্থা, খেলাপীদের তালিকা প্রকাশ ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া এবং খ) প্রথম কর দিতে আসা ব্যক্তির জন্য পুরস্কার/স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা।	ক ও খ: ২ পয়েন্ট ক বা খ: ১ পয়েন্ট	খেলাপীদের নিয়মিত ফলোআপ করার ব্যবস্থা যথা- খেলাপীদের তালিকা প্রকাশ, বর্জন ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া। এসব উদ্যোগ শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নেই, আসলেই নেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ। *)
৩.৬ কর সংগ্রহে অভিনবত্ব	কর সংগ্রহে উন্নতির জন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ (যথা ১) সেবার সঙ্গে কর প্রদান যুক্ত করা, ২) কর সংগ্রহ পাস বই ৩) কর মেলা, ইত্যাদি)।	এসব অনন্য উদ্যোগের কমপক্ষে ২টি হলে: ২ পয়েন্ট ১ টি উদ্যোগ: ১ পয়েন্ট	এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগের নথিভুক্তকরণ। সভার আমন্ত্রণপত্র, সারসংক্ষেপ, উপসি'তি খাতা ইত্যাদি পর্যালোচনা করুন। *)
৩.৭ নিজস্ব উৎসের আয়ের ব্যবহার	গত অর্থবছরে সংগৃহীত ওসিআর থেকে উন্নয়ন/সেবাদান খাতে ব্যবহারের শতকরা হার (%)।	১৫% এর বেশি: ২ পয়েন্ট ১০ % এর বেশি: ১ পয়েন্ট	(সব রাজস্ব খাতের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন যেখানে ইউপির প্রভাব আছে, যথা- কর ও ব্যবহারকারীর ফি) আগের অর্থবছরের তহবিলের উৎস থেকে উন্নয়ন/সেবাদান খাতে মোট খরচের হিসাব এবং নিজস্ব রাজস্বের বাস-ব অবদান। আর্থিক প্রতিবেদন, ক্যাশ বই ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং বরাদ্দ ব্যবহার যাচাই করুন। কর সংগ্রহ রেজিস্টার পর্যালোচনা করুন। *)
৩.৮ উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব উৎসের আয়ের ব্যবহার	গত অর্থবছরে নিজস্ব উৎসের অর্থায়ন থেকে বরাদ্দের (%) অংশ উন্নয়ন/সেবাদান ব্যয় খাতে শেয়ার করা/দেওয়া।	১০ % এর বেশি: ২ পয়েন্ট ৫ % এর বেশি: ১ পয়েন্ট	ব্যয় যাচাই করুন, ওএসআর থেকে কত এসেছে। আগের অর্থবছরের তহবিলের উৎস থেকে উন্নয়ন খাতে মোট খরচের হিসাব এবং নিজস্ব রাজস্বের বাস-ব

পারফরম্যান্সের খাত	পারফরম্যান্সের মাপকাঠি / সূচক	অর্জন করার পয়েন্ট	যাচাইয়ের উপায়	স্কোর
			অবদান। আর্থিক প্রতিবেদন, ক্যাশ বই ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং বরাদ্দ ব্যবহার যাচাই করুন। কর সংগ্রহ রেজিস্টার পর্যালোচনা করুন।	
৪. স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা (সর্বোচ্চ পয়েন্ট: ১৮ যার মধ্যে ৪ জাতীয় সেটের)				
৪.১ জনসমক্ষে প্রকাশ	বাজেট ও পরিকল্পনার প্রকাশনা/প্রচার (যথা বাজেট বই); চূড়ান্ত হিসাব (আগের বছরের তহবিলের ব্যবহার); এবং অডিট প্রতিবেদন।	সবগুলো: ক, খ ও গ: ৪ পয়েন্ট ক-গ এর মধ্যে ২টি: ২ পয়েন্ট ক-গ এর মধ্যে ১টি: ১ পয়েন্ট	গণমাধ্যমে প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে তার প্রমাণ। *)
৪.২ তথ্য আদান-প্রদান/স্বচ্ছতা	ইউপি কার্যালয়ের ভেতরে/বাইরে তথ্য সংবলিত নোটিশ বোর্ড, গত বছর পাওয়া ব্লক বরাদ্দ, এবং ওই বছরে প্রকল্পগুলোতে সহায়তা ও বাস-বায়ন। আগের অর্থবছরের আয় ও ব্যয়ের সামগ্রিক চিত্র। গত অর্থবছরের পরিকল্পনা।	ক, খ ও গ সবগুলো: ৩ পয়েন্ট ক-গ এর মধ্যে ২টি: ২ পয়েন্ট ক-গ এর মধ্যে ১টি: ১ পয়েন্ট	ইউপি কার্যালয়ের বাইরে থাকা নোটিশ বোর্ডের পর্যালোচনা।
৪.৩ তথ্য অধিকার আইন	২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইনের (আরটিআই) কার্যকারিতা। আরটিআই বাস-বে কার্যকর এবং চর্চার ক্ষেত্রে বাস-বায়ন করা হচ্ছে (ইউপি আইন, ২০০৯-এর অধ্যায় ১৪ অনুসারে)।	২ পয়েন্ট	সারসংক্ষেপ, অনুরোধপত্র ইত্যাদি। আরটিআই আসলেই কাজ করছে তার প্রমাণ, প্রমাণ থাকতে হবে নাগরিকরা তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন এবং তা পেয়েছেন।
৪.৪ আগের মূল্যায়নের ফলাফল	বার্ষিক পারদর্শিতা পর্যালোচনার ফলাফলের মূল্যায়নের প্রকাশনা/প্রচার (আগের বছরের)।	২ পয়েন্ট	গণমাধ্যমে প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে তার প্রমাণ।
৪.৫ ইউপি তথ্যকেন্দ্র	ক) গ্রন্থাগার এবং এলাকাভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও কার্যকর করা। যেখানে ইউপির অফিস সময়ে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার থাকবে, এবং খ) তথ্যের প্রাপ্যতা (পরিকল্পনা, বাজেট ইত্যাদি) (কার্যকর আইটি সুবিধা)।	ক+খ: ২ পয়েন্ট শুধু ক: ১ পয়েন্ট	অবকাঠামোটি ঘুরে দেখুন এবং সেখানকার কার্যক্রম যাচাই করুন।
৪.৬ ইউপি গণশুনানি/সামাজিক অডিট/ আলোচনা মঞ্চ	ক) এলাকার সদস্যদের যুক্ত করে বছরে কমপক্ষে দুটি উন্মুক্ত বৈঠক আয়োজন করবে ইউপি এবং খ) ইউপি প্রাঙ্গণে এটা আয়োজন করতে হবে যেখানে গ) চলমান প্রকল্প ও ইউপির সার্বিক পারদর্শিতা এবং সামাজিক অডিট/গণশুনানি ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে তথ্য দেওয়া হবে।	সবগুলো (ক-গ) শর্ত পূরণ: ২ পয়েন্ট	প্রস্তুত কৃত প্রমাণাদি, যথা- অংশগ্রহণকারী নাগরিকদের রেজিস্টার খাতা, স্থান, ইত্যাদি। এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলুন। সভার উপসি'তি খাতা পরীক্ষা করুন এবং এ ধরনের সভায় উপসি'ত ছিলেন এমন মানুষদের সঙ্গে কথা বলুন।
৪.৭ প্রকল্প তত্ত্বাবধানে জনগণের সংশ্লিষ্টতা	ক) প্রকল্প বাস-বায়ন কমিটি করা হয়েছে এবং খ) প্রকল্প বাস-বায়ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে নারী সদস্য এক-তৃতীয়াংশ। গ) প্রকল্পে সম্ভাব্য সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে।	সবগুলো (ক-গ) শর্ত পূরণ: ৩ পয়েন্ট (ক-গ) এর মধ্যে ২টি: ২ পয়েন্ট (ক-গ) এর মধ্যে ১টি: ১ পয়েন্ট	দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত সবগুলো শর্ত অবশ্যই পূরণ হতে হবে। পিসিআই নথিগুলো পরীক্ষা করুন। এই কাজের ঘোষণাসহ নথিগুলো, পিসিআইগুলোর সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা করুন। নারী সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিন। সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলুন।
৫. বাস-বায়ন পারদর্শিতা (সর্বোচ্চ ১০ পয়েন্ট)				
৫.১ প্রকল্প বাস-বায়ন	আগের অর্থবছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী খুব ভালো কার্যক্রম এবং	৯০ % এর বেশি: ২ পয়েন্ট	পরিকল্পনা ও বাস-বায়ন পর্যালোচনা করুন

পারফরম্যান্সের খাত	পারফরম্যান্সের মাপকাঠি / সূচক	অর্জন করার পয়েন্ট	যাচাইয়ের উপায়	স্কোর
	প্রকল্পের সংখ্যা, যা করা হয়েছে এবং/বা বাস-বায়িত হয়েছে।	৮৫% এর বেশি: ১ পয়েন্ট	(পরিবর্তন নথি ও গৃহীত প্রকল্প)।	
৫.২ সামাজিক খাত/ এমডিজি খাতে বিনিয়োগ ব্যয়	বাস-ব ব্যয় থেকে দেখা যায় বাস-বায়নে বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্নয়ন বাজেট নিম্নলিখিত (সামাজিক) খাতে (মোট) ব্যবহার করা হয়েছে ক) স্বাস্থ্য খ) শিক্ষা গ) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন।	৩০ % এর বেশি: ২ পয়েন্ট ২০ % এর বেশি: ১ পয়েন্ট	আগের অর্থবছরের হিসাব পর্যালোচনা করুন এবং হিসাব করুন এতে কত ভাগ আছে।
৫.৩ রক্ষণাবেক্ষণ	ক) বাজেট এবং নীতিমালা দেখভাল করা এবং খ) প্রকল্প বাস-বায়নের বাস-ব ইঙ্গিত (বাস-বায়িত ও শেষ হওয়া প্রকল্পগুলোর জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকঠাক রাখা)	ক+খ: ২ পয়েন্ট ক বা খ: ১ পয়েন্ট	আগে সম্পন্ন করা হয়েছিল এমন কিছুসংখ্যক প্রকল্প পর্যালোচনা করুন এবং নিশ্চিত হোন এর জন্য রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি প্রস্তুত করা হয়েছে।
৫.৪ ইউপি খানা রেজিস্টার	ইউপি খানা রেজিস্টার হালনাগাদ করা এবং জনগণকে তা দেখার সুযোগ দেওয়া।	২ পয়েন্ট	রেজিস্টার পর্যালোচনা করুন এবং নিশ্চিত হোন যে সেগুলো হালনাগাদ করা হয়েছে।
৫.৫ একটি ওয়ার্ডের চেয়ে বেশি সুবিধা দানকারী প্রকল্পসমূহ	প্রকল্প বরাদ্দের যে শতাংশ (%) দিয়েই একটি ওয়ার্ডের উপকার পূরণ হচ্ছে।	একটি ওয়ার্ডে প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৩০ % এর বেশি ব্যবহার করেই সুবিধা পূরণ হলে: ২ পয়েন্ট	বাস-বে আগের অর্থবছরে কী ধরনের প্রকল্প বাস-বায়ন করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করুন।
৬. গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি (সর্বোচ্চ ১৫ পয়েন্ট)				
৬.১ ইউপিগুলোর কার্যক্রম (পরিষদ কার্যকর)	ইউপি পরিষদ মাসে কমপক্ষে একটি সভা করবে, পারলে নির্দিষ্ট তারিখে অথবা একটি তারিখ ঠিক করে সব সদস্যকে জানানোর মাধ্যমে, এবং গড়ে ১৩ জনের মধ্যে অন-ত ১০ জনকে উপসি'ত থাকতে হবে।	সব শর্ত পূরণে: ৩ পয়েন্ট কমপক্ষে ১০ জনের উপসি'তিতে ১০টি সভা হয়েছে : ২ পয়েন্ট	আলোচনার সারসংক্ষেপ থেকে সংগৃহীত প্রমাণ। পয়েন্ট পেতে সবগুলো শর্ত পূরণ করতে হবে। সভায় যোগদানের আমন্ত্রণপত্র পরীক্ষা করা। যেসব ব্যক্তির সভায় যোগ দেওয়ার কথা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
৬.২ সাধারণ ইউপি বৈঠকগুলোতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ	ক) নিয়োগ পাওয়া তিন নারী সদস্যের সবাই কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ মাসিক সভায় উপসি'ত ছিলেন এবং খ) আলোচনার জন্য বিষয় উপস্থাপন করেছেন- প্রতি সভায় অন-ত একটি।	ক) ও খ) দুটো শর্তই পূরণ হয়েছে: ৩ পয়েন্ট (ক) নারী উপসি'ত ছিলেন, কিন' কোনো বিষয় উপস্থাপন করেননি: ২ পয়েন্ট	নারী সদস্য ও অন্যদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে এবং সভার ঘোষণা ও সারসংক্ষেপের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। নারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন সভার উপসি'তি খাতা। অসহযোগিতার কারণগুলো, যেমন আমন্ত্রণ ছিল না ইত্যাদি, বাদ রেখে পরিসি'তি মূল্যায়ন করা উচিত। মাসে ১০টি সভা হলে, কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ বৈঠকে সব নারীর যোগ দেওয়া উচিত (অর্থাৎ ৭টি বৈঠকে)।
৬.৩ আটটি মূল স্থায়ী কমিটির প্রতিষ্ঠা ও বাস-বিক অর্থে কার্যকর করা	কমপক্ষে নিম্নলিখিত আটটি স্থায়ী কমিটি (ইউপি আইনে উল্লেখ করা ১৩টির মধ্যে) প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা হয়েছে: শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা; গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ; সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; পয়ঃনিষ্কাশন, পানি সরবরাহ ও নর্দমা উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ	উল্লিখিত আটটি কমিটিই কার্যকর থাকলে এবং দুটিতে নারী চেয়ারপারসন থাকলে: ৩ পয়েন্ট আটটি কমিটিই কার্যকর থাকলে এবং একটিতে নারী চেয়ারপারসন থাকলে: ২ পয়েন্ট ৬-৭টি	৩ পয়েন্ট পেতে আটটি কমিটির সবগুলোই কার্যকর থাকতে হবে। ৬টি কমিটি কার্যকর থাকলে পাবে ২ পয়েন্ট। সভার সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করুন। মনে রাখতে হবে, এই নির্দেশিকায় সংজ্ঞায়িত মূল কমিটিগুলোর প্রধানের পদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব থাকার বিষয়টি আবশ্যিক নয়, তবে নারীদের অবশ্যই

পারফরম্যান্সের খাত	পারফরম্যান্সের মাপকাঠি / সূচক	অর্জন করার পয়েন্ট	যাচাইয়ের উপায়	স্কোর
	এবং বৃক্ষরোপণ; কর মূল্যায়ন ও সংগ্রহ; অর্থ ও অবকাঠামো। এ ক্ষেত্রে শর্তটি হচ্ছে কমিটিগুলো আগের অর্থবছরে কমপক্ষে চারটি সভা করেছে এবং সেগুলোতে আলোচিত বিষয়বস' অবশ্যই লিখিত থাকতে হবে, নথিভুক্ত সিদ্ধান- ও সমস্যাগুলোর উল্লেখ থাকতে হবে। এগুলোর কয়েকটি কমিটিতে নারীদের চেয়ারপারসন করতে হবে।	কমিটি কার্যকর হলে এবং একটিতে নারী চেয়ারপারসন থাকলে: ১ পয়েন্ট	কোনো একটি কমিটির প্রধানের পদে থাকতে হবে পয়েন্ট অর্জনের জন্য। আলোচনা, উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পনা, কার্যক্রম ইত্যাদি নিয়ে আসলেই আলোচনা হয়েছিল কি না তা যাচাই করুন। সভার লিখিত সারসংক্ষেপ (আলোচ্যসূচি, স্থান, আলোচনা, ও কমিটির স্বাক্ষর, সব কমিটির সদস্যদের ক্ষেত্রে যাচাই করুন)	
৬.৪ স্থায়ী কমিটিগুলোর অবদান	বার্ষিক পরিকল্পনায় স্থায়ী কমিটির অবদান থাকার প্রমাণ	৩ পয়েন্ট	পরিকল্পনার পর্যালোচনা, বৈঠকের সারসংক্ষেপ ইত্যাদি স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
৬.৫ ওয়ার্ড সভাগুলোর কার্যক্রম	ক) নির্দিষ্ট সময় পর পর ওয়ার্ড সভাগুলোর বৈঠক হওয়ার কথা (২০০৯-এর আইন অনুযায়ী অন-ত বছরে দুবার) এবং কোরাম পূর্ণ করার জন্য ভোটারদের কমপক্ষে ২০ ভাগের এক ভাগের উপসি'তি থাকা আবশ্যিক। বৈঠকগুলোর সভাপতিত্ব করার কথা ওয়ার্ড সভা সদস্যের এবং ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত নারী সদস্য পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন; খ) ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রস্তাব ও অর্থায়ন করতে হবে এমন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার তৈরিতে অংশগ্রহণ করেছে ওয়ার্ড সভা। গ) ওয়ার্ড সভাগুলোতে বছরে অন-ত দুটি সভা, সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমসহ স্থানীয় সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করা হয়; বার্ষিক ওয়ার্ড সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য আগের অর্থবছরের অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেন এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও আর্থিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। ওয়ার্ড সভার কোনো একটি সিদ্ধান- যদি বাস-বায়ন করা সম্ভব না হয়, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যরা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরবেন।	বাম দিকে বর্ণিত সব শর্ত পূর্ণ হয়েছে: ২ পয়েন্ট সভা হয়েছে কিন' (বার্ষিক) প্রতিবেদন উপস'িপিত হয়েছে এমন কোনো পরিষ্কার প্রমাণ নেই এবং/অথবা ইউপি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার ঠিক করার ক্ষেত্রে ইনপুট দেওয়ার পরিষ্কার কোনো প্রমাণ নেই: ১ পয়েন্ট সভা হয়েছে কিন' কোরাম (২০ ভাগের ১ ভাগ) পূর্ণ হয়নি: ০	ইউপি আইন ২০০৯-এর ধারা ২ (যেখানে ওয়ার্ড সভার সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে) এর সঙ্গে মিলিয়ে কার্যক্রম পরীক্ষা করুন। সভার সারসংক্ষেপ ও গৃহীত সিদ্ধান-গুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করুন, নির্দিষ্ট সময় পর পর সভাগুলো হয়েছিল কি না। ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষদের কাছে জানতে চান তারা সভায় যোগ দিয়েছিলেন কি না।
গ্রাম আদালত	কার্যকর গ্রাম আদালত	১ পয়েন্ট	গ্রাম আদালত চালু আছে তার প্রমাণ *)
	মোট সর্বোচ্চ স্কোর:	১০০ পয়েন্ট	